ছয় মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদন

জানুয়ারি-জুন ২০১৮

০১ জুলাই ২০১৮

মুখবন্ধ

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে *অধিকার* জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় নিরলসভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। একটি গণভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ায় এবং ভিকটিমদের নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের জন্য সচেষ্ট থাকে। *অধিকার* মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে কাজ করতে যেয়ে ২০১৩ সাল থেকে বর্তমান সরকারের চরম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তথ্যানুসন্ধান, *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে *অধিকার* মাসিক প্রতিবেদনগুলো প্রকাশ করেছে। ২০১৮ এর প্রথম ছয় মাসে *অধিকার* এর প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোরই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা হচ্ছে এই প্রতিবেদন। প্রতি মাসে অসংখ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও এই প্রতিবেদনে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাই শুধুমাত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সূচীপত্র

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি - জুন ২০১৮ ..... ৪
সারসংক্ষেপ ৫
মূল প্রতিবেদন ৯
ক. রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দায়মুক্তি ৯
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ৯
গুম ১১
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে নির্যাতন, অমানবিক আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব ১৩
কারাগারের পরিস্থিতি ১৪
রাজনৈতিক নিপীড়ন ও সভা-সমাবেশে বাধা ১৫
ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন ১৯
খ. গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা ২০
গ.'চরমপন্থা' ও মানবাধিকার ২১
ঘ. অকার্যকর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ২২
দুর্নীতি দমন কমিশন ২২
নির্বাচন কমিশন ২৩
স্থানীয় সরকার ও উপ-নির্বাচন ২৪
খুলনা ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২৪
ঙ. মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ২৮
নিবর্তনমূলক আইন ২৮
সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ৩০
চ. শ্রমিকদের অধিকার ৩২
আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্র (ফরমাল সেক্টর) ৩২
অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্র (ইনফরমাল সেক্টর) ৩৩
অভিবাসী নারী শ্রমিকদের অবস্থা ৩৩
ছ. প্রতিবেশী দেশঃ ভারত এবং মিয়ানমার ৩৪
বাংলাদেশের ওপর ভারতের আগ্রাসন ৩৪
রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা ৩৭
জ.নারীর প্রতি সহিংসতা ৪০
ঝ.'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭' বাল্য বিবাহের সম্ভবনাকে বাড়িয়ে তুলেছে ৪২
ঞ.মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা ৪২
সুপারিশ ৪৪

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি - জুন ২০১৮

১-৩০ জুন ২০১৮*								
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		১৮	৬	১৭	২৮	১৪৯	৫০	২৬৮
	গুলিতে নিহত		১	১	০	০	০	০	২
	নির্যাতনে মৃত্যু		০	০	১	১	২	০	৪
	মোট		১৯	৭	১৮	২৯	১৫১	৫০	২৭৪
গুম			৬	১	৫	২	১	১	১৬
কারাগারে মৃত্যু			৬	৫	৯	৭	৮	৫	৪০
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		২	১	০	০	০	০	৩
	বাংলাদেশী আহত		৩	৫	১	২	০	১	১২
	বাংলাদেশী অপহৃত		২	০	০	৩	৪	০	৯
	মোট		৭	৬	১	৫	৪	১	২৪
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত		১২	৬	১	২	৩	১	২৫
	লাঞ্ছিত		১	৩	৩	০	০	০	৭
	হুমকির সম্মুখীন		২	১	৩	০	১	১	৮
	মোট		১৫	১০	৭	২	৪	২	৪০
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত		৯	৫	৯	১১	১৩	২	৪৯
	আহত		৬১৯	৪২৪	৩৩৫	৪২৮	২৯৭	১৫৩	২২৫৬
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			১২	১৬	১৫	২১	১১	৬	৮১
ধর্ষণ			৪৬	৭৮	৬৭	৬৯	৫৮	৪৫	৩৬৩
যৌন হয়রানীর শিকার			১৫	১৪	২৫	২৪	১৯	৫	১০২
এসিড সহিংসতা			২	১	৩	৪	২	০	১২
গণপিটুনীতে মৃত্যু			৫	৬	৮	২	৫	২	২৮
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০	০	১	০	১	০	২
		আহত	২০	০	৪০	০	৩৫	২৭	১২২
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক	নিহত	৯	১১	৭	৮	১৮	৭	৬০
		আহত	৮	৪	০	৩	৪	৩	২২
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)- এ গ্রেফতার **			২	১	০	০	৩	০	৬

* *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

** সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দেবার কারণে এঁদের গ্রেফতার করা হয়।

সারসংক্ষেপ

১. এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে ২০১৮ সালের প্রথম ছয়মাসের (জানুয়ারি - জুন) মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে বাক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র হরণ এবং জীবনের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করার মত বিষয়গুলো। গত ছয়মাসে সরকারের আগ্রাসী মনোভাব এবং দমনমূলক কার্যক্রমের কারণে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় আছে, তাই ২০১৮ এর মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রেক্ষাপট ২০০৯ সালেরই ধারাবাহিক রূপ। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে এবং করে চলেছে। গত ১০ বছরে সরকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয়করণ এবং তাদের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছে। সরকার ২০১১ সালে প্রধান বিরোধীদল বিএনপি, নাগরিক সমাজ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের আপত্তি উপেক্ষা করে কোনরকম গণভোট ছাড়াই একতরফাভাবে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সর্বসম্মত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের প্রতিবাদে বিএনপিসহ প্রায় সব রাজনৈতিক দল (আওয়ামী লীগ এর জোটভুক্ত রাজনৈতিক দল ছাড়া) নির্বাচন বয়কট করে। ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র ভোটারবিহীন ও প্রহসনমূলক নির্বাচনের[১] মাধ্যমে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় এসে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার নসাৎ করে দেশে একটি ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বর্তমান সরকারের আমলে বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীসহ অনেক মানুষ গুম, বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন এবং পায়ে গুলির ব্যাপক শিকার হয়েছেন সরকার মতপ্রকাশ, সভা-সমাবেশের অধিকার হরন করেছে এবং নিবর্তনমূলক অনেকগুলো আইনের প্রবর্তন করেছে। চলতি বছরের প্রথম ছয়মাসে 'মাদকবিরোধী অভিযানের' নামে ব্যাপকভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। **১৫ মে থেকে শুরু হওয়া 'মাদকবিরোধী অভিযানের' নামে ৩০ জুন পর্যন্ত সময়কালে ১৬৫ জনকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।**

২. এই অভিযানের সময়ে বিরোধীদলের[২] কয়েকজন নেতাকর্মীকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে একটি ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টির অভিযোগ উঠেছে। ১৪ মে জেনেভায় জাতিসংঘ

[১] আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয়। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদ নির্বাচনটি শুধুমাত্র প্রহসন মূলকই ছিল না (১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন)

[২] বিরোধী দল বলতে সংসদের তথাকথিত বিরোধী দল অর্থ্যাৎ জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ছাড়া অন্যান্য বিরোধী দলকে বোঝানো হয়েছে।

মানবাধিকার কাউন্সিলের সার্বজনীন নিয়মিত পর্যালোচনা বা ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউর[৩] তৃতীয় দফার আলোচনাতে গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং সেগুলোর বিচারহীনতার বিষয়টি বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যালোচনায় সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের বিষয় হিসেবে সামনে আসে। মানবাধিকার কাউন্সিলের ৩৮তম অধিবেশনে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার জেইদ রা'দ আল হুসেইন বলেন, বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি তদন্তে জাতিসংঘের অনুরোধে সাড়া দিচ্ছে না বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ারদের ১০টির বেশী সফরের অনুমতির জন্য অনুরোধ বাংলাদেশ ফেলে রেখেছে।[৪] এছাড়া এই ছয়মাসে রিমাণ্ডে নিয়ে নির্যাতন, যথাযথ চিকিৎসার অভাবে কারাগারে মৃত্যুর অভিযোগ, ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার অকার্যকারীতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়মুক্তি, সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত ছিল।

৩. এই সময়ে বিরোধীদলের সদস্যদের সভা-সমাবেশের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন অজুহাতে ঢালাওভাবে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার এবং রিমাণ্ডে নিয়ে নির্যাতন করে হত্যার অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের দলীয় অন্তর্কলহ ও দুর্বৃত্তায়ন বরাবরের মতোই ছিল দৃশ্যমান। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে এবং ক্ষমতাসীনদলের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য লেখা, এমনকি এই সংক্রান্ত পোস্টে 'লাইক' দেয়ার কারণে ভিন্নমতের অনুসারী, বিরোধীদলের নেতাকর্মী ও সাধারণ নাগরিকদের ওপর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন প্রয়োগ করে তাঁদের কারাগারে পাঠানোর মত ঘটনা ঘটেছে। মানবাধিকার সংগঠন, নাগরিক সমাজ ও সাংবাদিকরা আপত্তি করলেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের নিবর্তনমূলক ধারাগুলো প্রস্তাবিত 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে' অন্তর্ভুক্ত করে আরো নতুন একটি নিবর্তনমূলক আইন তৈরি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মন্ত্রিসভার অনুমোদনপ্রাপ্ত 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮'র খসড়া জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া সংবাদ সংগ্রহের সময় সাংবাদিকদের ওপর ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা হামলা চালিয়েছে এবং তাঁদের রাজনৈতিক মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। মতপ্রকাশ ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং সভা-সমাবেশ করার অধিকারে হস্তক্ষেপ, নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড,

[৩] বাংলাদেশ সরকারের প্রদত্ত প্রতিবেদন, জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন সংস্থার মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদন এবং বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, আন্তর্জাতিক,আঞ্চলিক ও দেশীয় মানবাধিকার সংস্থা ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

[৪] মানবাধিকার তদন্তের অনুরোধে সাড়া দিচ্ছে না বাংলাদেশ : জাতিসঙ্ঘ/ নয়াদিগন্ত ১৯ জুন/ www.dailynayadiganta.com/diplomacy/325952; বাংলাদেশ সফরের অনুমতি পাচ্ছে না জাতিসংঘের প্রতিনিধি দল/ বনিক বার্তা ১৯ জুন ২০১৮/ www.bonikbarta.net/bangla/news/2018-06-19/161421/**বাংলাদেশ-সফরের-অনুমতি-পাচ্ছে-না-জাতিসংঘের-প্রতিনিধি-দল**; প্রথম আলো ২১ জুন ২০১৮

গুম ও অন্যান্য নাগরিক অধিকার হরণসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনা এবং ব্যাপক দুর্নীতি ও বিচারহীনতার কারণে সমাজে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে এবং 'চরমপন্থীদের' আবির্ভাব দেখা গেছে। নির্বিচারে চরমপন্থা দমনের নামেও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে।

৪. ২০১৮ এর ডিসেম্বরে ১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা থাকায় এই বছরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু বিরোধীদলের সদস্যদের ওপর দমনপীড়ন করে এবং তাঁদের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নিয়ে একটি অসম নির্বাচনের মাঠ প্রস্তুত করেছে সরকার। ২০১৪ এর প্রহসনমূলক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক শাসনের প্রধান উপাদান নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশন সরকারের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচনগুলো প্রহসনে পরিণত করে জনগণের আস্থা হারিয়েছে। এই ছয়মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন, খুলনা ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনসহ অনেকগুলো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকদের বিরুদ্ধে কেন্দ্র দখল, জাল ভোট প্রদান ও বিরোধীদলের মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটকে রাখা ও বের করে দেয়া এবং আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের 'জিতিয়ে' নেয়া হলেও নির্বাচন কমিশন 'নির্বাচনগুলো সুষ্ঠু' হয়েছে বলে সরকারের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছে।

৫. গত ছয়মাসেও বরাবরের মত শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রাণহানি ঘটেছে এবং পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তাঁদের ওপর আক্রমণ করেছে। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নারী শ্রমিকদের ওপর যৌন হয়রানিসহ নানা ধরনের নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে এবং এইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোর অসহযোগিতার অনেক অভিযোগ এসেছে।

৬. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভাবে জবাবদিহিতা না থাকায় দুর্নীতি ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে এবং দুর্নীতির টাকা বিদেশে পাচার করার অভিযোগ রয়েছে সরকার সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যকর কোনোই ভূমিকা রাখেনি।

৭. গত ছয়মাসে নারীর ওপর সহিংসতা ব্যাপকভাবে অব্যাহত ছিল। অনেক নারী ও শিশুরা বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হন। বাল্য বিয়ে সহায়ক ১৯ ধারাটি এখনও 'বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭'তে সংযুক্ত আছে।

৮. ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশীদের হত্যা-নির্যাতনসহ বাংলাদেশের ওপর ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ভয়ঙ্কর প্রভাব এই ছয়মাসেও অব্যাহত ছিল। মিয়ানমারের

রাখাইনে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর চালানো গণহত্যা ও নৃশংসতার কারণে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গারা বর্তমানে ঝড়, বন্যা ও ভূমিধ্বসে প্রাণহানিসহ মারাত্মক মানবিক বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে রয়েছেন।[৫] এই ছয়মাসেও মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নজরদারী এবং তাঁদের কাজে বাধা দেয়ার ঘটনা অব্যাহত থেকেছে।

৯. গত ছয়মাসে *অধিকার* ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নজরদারী বেড়েছে এবং তাঁদের কাজে বাধা দেয়া অব্যাহত থেকেছে।

[৫] Rohingya camps impede movement of wild elephants in Cox's Bazar / ঢাকাট্রিবিউন ৭ এপ্রিল ২০১৮/ http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2018/04/07/rohingya-camps-impede-movement-wild-elephants-coxs-bazar/

মূল প্রতিবেদন

ক. রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দায়মুক্তি

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১০. ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার অকার্যকারীতার সুযোগে রাষ্ট্র কর্তৃক হত্যাকারীদের দায়মুক্তি ঘটছে ফলে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো ঘটেই চলেছে। অনেক ক্ষেত্রে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত মূল অপরাধীকে আড়াল করার জন্যও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে 'মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' ঘোষণা করলে ১৫ মে থেকে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী অভিযানের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ব্যাপক রূপ নেয়। **১৫ মে থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত মাদক নির্মূল করার অভিযানের নামে ১৬৫ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।** র‍্যাব ও পুলিশের দাবি নিহতরা সবাই মাদক ব্যবসায়ী। কিন্তু কিছু নিহতের স্বজনরা জানিয়েছেন যে, নিহত ব্যক্তিরা মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। এরমধ্যে ২৬ মে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ পৌরসভার কাউন্সিলার একরামুল হককে পরিকল্পিকতভাবে হত্যা করার অভিযোগ করে বিচার বিভাগীয় তদন্ত চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন তাঁর স্ত্রী আয়েশা খাতুন এবং তিনি মোবাইল ফোনে ধারণকৃত তাঁর স্বামীকে হত্যার সময়ের ঘটনার অডিও তুলে ধরেন, যাতে পুরো হত্যাকাণ্ডের ঘটনা উঠে আসে।[৬] এই অভিযানে তথাকথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহতদের পরিবারগুলোর অনেক সদস্য অভিযোগ করেন, তাঁদের স্বজনদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।

> ●*গত ৭ জুন ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ৯ মে র‍্যাবের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জের রাজু প্রধান (১৮) এর পরিবার, এলাকাবাসী এবং একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাজু প্রধান হত্যার প্রতিবাদে এক মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেন। মানবন্ধনে রাজু প্রধানের বাবা শামীম প্রধান বলেন, 'ক্রসফায়ারের' নামে তাঁর ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে এবং পরিবারকেও শেষ করে দেয়া হবে বলে বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়া হচ্ছে।*[৭] *এছাড়া মাদক ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধের মাধ্যমে নিহত হচ্ছেন বলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রচার করলেও কয়েকজন নিহতের স্বজন অভিযোগ করেন যে, তাঁদের*

[৬] বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি একরামের স্ত্রীর/ প্রথম আলো ১ জুন ২০১৮

[৭] 'পরিকল্পিতভাবে আমার ছেলেকে হত্যা করা হলো এখন পরিবারকে হুমকি' 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত রাজুর বাবার অভিযোগ/ ইত্তেফাক ৮ জুন ২০১৮/ http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/second-edition/2018/06/08/282336.html

স্বজনদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে।[৮] *গত ৮ জুন সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে ২৮ মে তথাকথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত আনিছুর রহমানের স্ত্রী নাজমা বেগম বলেন, গত ২৮ মে তাঁর স্বামী আনিসুর রহমানকে বাড়ি থেকে আটক করে চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে। অথচ পুলিশের দাবি চোরাচালানিদের মধ্যে তথাকথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' আনিছুর রহমান নিহত হয়েছেন।*[৯] *এই সংবাদ সম্মেলন করার পর থেকে ক্ষমতাসীনদলের নেতাসহ বিভিন্ন মহলের হুমকির মুখে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে থাকছেন 'বন্দকযুদ্ধে' নিহত আনিছুর রহমানের বড় ভাই ওজিয়ার রহমান।*[১০] ● *গত ২২ মে নেত্রকোনায় আমজাদ হোসেন নামে একজন ছাত্রদল কর্মী,*[১১] *এবং ২৭ মে ঝিনাইদহে রফিকুল ইসলাম নামে একজন যুবদল নেতা*[১২] *বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে তাঁদের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। মাদকবিরোধী অভিযানে বিএনপি'র নেতাকর্মীদের রাজনৈতিক কারণে হত্যা করা হচ্ছে বলে বিএনপি দাবি করেছে।*

১১. *অধিকার* এর তথ্যানুযায়ী জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ২৭৪ জন পুলিশ, র‍্যাব, ডিবি পুলিশ, বিজিবি এবং কোস্টগার্ডের হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ২৭৪ জনের মধ্যে ২৬৮ জন ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছেন। এছাড়া ৪ জন পুলিশ ও ডিবি পুলিশের নির্যাতনে মারা গেছেন। এই সময়ে ২ জন ব্যক্তি পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। নিহত ২৭৪ জনের মধ্যে ১ জন যুবদল নেতা, ৪ জন ছাত্রদল কর্মী, ১ জন যুবলীগ নেতা, ১ জন আওয়ামী লীগ কর্মী, ৩ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির (লাল পতাকা)'র নেতা, ১ জন মাওবাদী বলশেভিক রিঅর্গানাইজেশন মুভমেন্টের নেতা, ১ জন সর্বহারা দলের নেতা, ২ জন গার্মেন্টস শ্রমিক, ১ জন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, ১ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ১ জন নিরাপত্তা কর্মী, ১ জন সবজি বিক্রেতা, ১ জন দিন মজুর, ১ জন কৃষক, ১ জন গ্রামবাসি, ১ জন শিশু চলচিত্র অভিনেতা, ১ জন সন্দেহভাজন আসামী, ৫ জন ধর্ষণ মামলার অভিযুক্ত আসামী, ১১ জন হত্যা মামলার সন্দেহভাজন আসামী এবং ২৩৫ জন কথিত অপরাধী ও মাদক ব্যবসায়ী।

[৮] মুন্সিগঞ্জ পুলিশের দাবি গত ২৯ মে দুই দল মাদক ব্যবসায়ীর মধ্যে 'বন্দুকযুদ্ধে' সুমন বিশ্বাস নামে এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। কিন্তু সুমনের বড় বোন নূরজাহান বেগম *অধিকারের* কাছে অভিযোগ করেন গত ২৮ মে সদর থানার বাঁশতলা পানির ট্যাঙ্কির কাছ থেকে সুমনকে সাদা পোশাকের কয়েকজন পুলিশ আটক করে মারধর করে হাতিমারা পুলিশ ফাঁড়ির এস আই শামিমের কাছে হস্তান্তর করে। তাঁরা সুমনের খোঁজে পুলিশ ফাঁড়িতে এবং মুন্সিগঞ্জ সদর থানায় গেলে পুলিশ তাঁর আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে। এরপর গত ২৯ মে তারা জানতে পারেন সুমন নিহত হয়েছেন।

[৯] সাতক্ষীরায় বিচার চেয়ে স্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন; বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে 'বন্দুকযুদ্ধ'র নামে হত্যা/ যুগান্তর ৯ জুন ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/57965/

[১০] 'বন্দুকযুদ্ধ' চলছেই/ মানবজমিন, ২৩ মে ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=118520&cat=2/

[১১] 'বন্দুকযুদ্ধ' চলছেই/ মানবজমিন, ২৩ মে ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=118520&cat=2/

[১২] *অধিকার* এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

গুম

১২. ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বাংলাদেশে গুমের[১৩] অভিযোগগুলো নিয়মিতভাবে আসতে থাকে। ২০১৪ সালের বিতর্কিত নির্বাচনের আগে ও পরে বিরোধীদলের অনেক নেতাকর্মী গুমের শিকার হন। গুমের ঘটনাগুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর জড়িত থাকার প্রমাণ রয়েছে।[১৪] গুমের ঘটনাগুলো বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। একইভাবে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে আসন্ন একাদশতম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গুমের ঘটনা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং মূলতঃ বিরোধীদলের নেতাকর্মীরাই এর শিকার হতে পারেন বলে আশংকা প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো।[১৫]

১৩. বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদন থেকে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও সরকারের উচ্চমহল থেকে প্রতিনিয়ত গুমের বিষয়গুলো অস্বীকার করা হচ্ছে। গত ১৪ মে জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সার্বজনীন নিয়মিত পর্যালোচনা বা ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউর[১৬] তৃতীয় দফার আলোচনাতে ইউপিআরএ বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্বদানকারী আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বাংলাদেশে গুমের ঘটনা ঘটছে এই বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। আইনমন্ত্রী বলেন, অপহরণের ঘটনাগুলো গুম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সমস্ত নিখোঁজের ঘটনাগুলোকে গুম হিসেবে আখ্যা দেয়ার একটি প্রবণতা চলছে এবং এটি ইচ্ছাকৃতভাবে সরকারের ভাবমূর্তি ও তার অর্জনকে ম্লান করার উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে। অনেক ঘটনার ক্ষেত্রে ভিকটিমরা ফিরে এসেছেন তথাকথিত গুমের ঘটনাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে। একদিকে আইনমন্ত্রী যখন গুমের বিষয়টি অস্বীকার করছেন তখন ২৬ মে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনরা তাঁদের প্রিয়জনদের ঈদের[১৭] আগে ফিরে পাবার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন।

---

[১৩] গুমের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কোন ব্যক্তিকে হঠাৎ কিছু লোক আচমকা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয় দিয়ে বিনা ওয়ারেন্টে মাইক্রোবাস বা গাড়ীতে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

[১৪] গুম হয়ে যাওয়া সাতক্ষীরার মোখলেছুর রহমান জনির স্ত্রী জেসমিন নাহার রেশমা ২০১৭ সালের ২ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে তার স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। এই রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ মোখলেছুর রহমান জনির ব্যাপারে ৩ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সাতক্ষীরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেন। সাতক্ষীরা জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুল্লাহ মাহমুদ ৪ জুলাই ২০১৭ একটি তদন্ত প্রতিবেদন হাইকোর্টে দাখিল করেন যেখানে বলা হয়েছে যে, সাতক্ষীরা পুলিশের এসপি মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন এবং সাতক্ষীরা সদর থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও সাবেক এসআই হিমেল হোসেন মোখলেছুর রহমান জনি নামে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে গ্রেফতার করার পর তাঁকে গুম করার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তদন্ত প্রতিবেদনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও এসআই হিমেল হোসেন সরাসরি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে উল্লেখ আছে। আরেকটি ঘটনার ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জে ৭ ব্যক্তিকে গুম করার পর হত্যা করার অপরাধে ২০১৭ সালের ১৬ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ সৈয়দ এনায়েত হোসেন এক রায়ে র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে.কর্নেল (অব.) তারেক সাইদসহ ১৬ জন র‍্যাব কর্মকর্তা ও সদস্যসহ ২৬ জন অভিযুক্তকে ফাঁসির আদেশ দেন।

[১৫] HRC36 Oral Statement on Enforced Disappearances in Bangladesh, https://www.forum-asia.org/?p=24796

[১৬] বাংলাদেশ সরকারের প্রদত্ত প্রতিবেদন, জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন সংস্থার মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদন এবং বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, আন্তর্জাতিক,আঞ্চলিক ও দেশীয় মানবাধিকার সংস্থা ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

[১৭] ১৬ জুন ঈদুল ফিতর অনুষ্ঠিত হয়।

গুমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সপ্তাহ পালন উপলক্ষে অধিকার গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ২৬ মে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গুম হওয়া ব্যক্তিদের ফিরে পাবার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। ছবিঃ অধিকার

ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক কামরুজ্জামান সোহাগকে গফরগাঁও থানা পুলিশ আটক করে নেয়ার পর গুম করা হয় বলে তাঁর স্বজনরা অভিযোগ করেন। কামরুজ্জামান সোহাগের স্ত্রী সানজিদা সুলতানা এক সংবাদ সম্মেলন করে বলেন, গত ২৭ জুন সকাল আনুমানিক ১০ টায় গফরগাঁও থানা পুলিশের এস আই সাইফুল, এস আই আহসান হাবীব ও একজন কনস্টেবল তাঁদের বাড়ি থেকে এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে আটক করে থানায় নিয়ে যায় এবং তাঁকে তাঁর স্বামীর নামে দায়ের করা মামলার জামিনের কাগজপত্র নিয়ে থানায় যেতে বলে। পরে সকাল ১১ টায় তিনি কাগজপত্র নিয়ে থানায় যান এবং রাত দশটা পর্যন্ত থানা হাজতে তাঁর স্বামীকে দেখতে পান ও কথা বলেন। কিন্তু রাত ১২ টার পর থেকে গফরগাঁও থানা পুলিশ সোহাগকে আটকের ঘটনা অস্বীকার করতে থাকে। এরপর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করে তাঁর ব্যাপারে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।[১৮] এরপর গত ২৯ জুন ময়মনসিংহ কোতয়ালী থানা পুলিশ একটি ডাকাতি ও অস্ত্র মামলায় জড়িত দেখিয়ে কামরুজ্জামান সোহাগকে আদালতে হাজির করে।[১৯]

১৪. অধিকার এর তথ্য মতে জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে ১৬ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ১ জনের

[১৮] গফরগাঁওয়ে যুবদল নেতাকে পুলিশ পরিচয়ে তুলে নেয়ার অভিযোগ/ মানবজমিন ২৯ জুন ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=123356&cat=9/

[১৯] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ময়মনসিংহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

লাশ পাওয়া গেছে এবং ৭ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে এবং ৫ জনকে পরবর্তীতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাকি ৩ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে নির্যাতন, অমানবিক আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব

১৫. রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার কাজে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে। জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে বিরোধীদলের নেতাকর্মী ও সাধারণ নাগরিকদের গ্রেফতার, হয়রানি, চাঁদা আদায় ও তাঁদের ওপর নির্যাতন এবং হত্যা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এটি প্রতিষ্ঠিত যে, পুলিশ রিমান্ডে নির্যাতন এবং অমানবিক আচরণের কারণে আটককৃতদের হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে।[২০] মানবাধিকার কর্মীদের প্রচেষ্টায় ও চাপে ২০১৩ সালে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন পাস হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মূলত: ভয়ে ও চাপের কারণে নির্যাতিত ব্যক্তি বা ব্যক্তির পরিবার এই আইনে মামলা করতে পারছেন না কিংবা মামলা হলেও তা বিচারের মুখ দেখছে না।

●ঢাকার বংশাল থানায় পুলিশের দায়ের করা বিস্ফোরক আইনের একটি মামলায় গত ৬ ফেব্রুয়ারি ৩২ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাদেরকে পুলিশ গ্রেফতার করে তাঁর ওপর নির্যাতন চালিয়ে তাঁর দুই হাত ভেঙ্গে দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[২১] ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের সহ-সভাপতি জাকির হোসেন ৬ মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে কারারুদ্ধ বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে ফেরার সময় পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে এবং ডিবি হেফাজতে রিমান্ডে থাকার পর ১২ মার্চ জাকির ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।[২২] ● গত ১৩ মার্চ বরিশাল শহরে ডিবিসি টিভির ক্যামেরাপারসন সুমন হাসান অফিস থেকে বাসায় ফেরার সময় তাঁর এক নিকটাত্মীয়কে গোয়েন্দা পুলিশ আটক করেছে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশের সঙ্গে তাঁর বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে গোয়েন্দা পুলিশ তাঁর ওপর চড়াও হয় এবং তাঁকে পেটাতে পেটাতে গাড়িতে তুলে তাদের কার্যালয়ে নিয়ে যায়।[২৩] ●গত ৬ মে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (পশ্চিম) এর পরিদর্শক মাহবুব এর নেতৃত্বে একটি টিম তাঁদের

[20] ১৯৯৮ সালের ২৩ জুলাই ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ছাত্র শামীম রেজা রুবেলকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতারের পরদিন ডিবি কার্যালয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করে। ২০০৩ সালে হাইকোর্ট এক রায়ে ৫৪ ও ১৬৭ ধারার কিছু বিষয় সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করেন। ৫৪ ধারায় গ্রেফতার ও হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে প্রচলিত বিধি ছয়মাসের মধ্যে সংশোধন করতে বলেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা আপিল খারিজ করে দেন আপিল বিভাগ এবং পরবর্তীতে ১৯ দফা নির্দেশনা সংবলিত একটি নীতিমালা প্রনয়ন করে দেন।[২০]

[21] ভাঙা হাতে আদালতে যুবক, পুলিশ বলল ধস্তাধস্তি/ প্রথম আলো ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1426616/

[22] কারা হেফাজতে ছাত্রদলের নেতা জাকিরের মৃত্যু/ প্রথম আলো ১৩ মার্চ ২০১৮

[23] বরিশালে সাংবাদিকের উপর ডিবি পুলিশের বর্বরতা/ নয়াদিগন্ত ১৪ মার্চ ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/301733

হেফাজতে থাকা আশরাফ আলী (৪৫) নামে এক গাড়িচালককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।[২৪] *নিহত আশরাফের স্ত্রী নাসিমা আক্তার অধিকারকে বলেন, ডিবি হেফাজতে নির্যাতনের কারণেই তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে।*[২৫]

রাজধানীতে ডিবি পুলিশের হেফাজতে মারা যাওয়া আশরাফ আলী ওরফে আসলাম। ছবিঃ যুগান্তর ৮ মে ২০১৮

কারাগারের পরিস্থিতি

১৬. সরকারের মাদক বিরোধী অভিযানের কারণে সারাদেশে কারাগারগুলোতে ধারণ ক্ষমতার তিনগুণ বেশী কারাবন্দি রয়েছে। দেশের ৬৮টি কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ৩৬ হাজার ৬১৪, কিন্তু ২৪ জুন পর্যন্ত কারাবন্দি রয়েছে ৮৩ হাজার ৩৫০। সূত্রমতে, এরমধ্যে ৩৫ হাজার ৮১৫ জনকে আটক করা হয়েছে মাদক সংক্রান্ত মামলায়। অতিরিক্ত বন্দীর কারণে কারাগারগুলোতে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, কারাবন্দিরা মানবেতর জীবনযাপন করছে।[২৬] এছাড়া কারাগার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় আটক বন্দিদের মৃত্যু ঘটছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। কারাগারে বন্দিরা কারা কর্তৃপক্ষের হাতে নানা ধরনের নির্যাতনের সম্মুখিন হয়ে মৃত্যুবরণ করেন বা অনেকে আত্মহত্যা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

১৭. ***অধিকার* এর তথ্য মতে জানুয়ারি-জুন এই ছয়মাসে ৪০ জন কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন। এঁদের মধ্যে ৩৯ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে এবং ১ জন আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।**

[২৪] ডিবি হেফাজতে থাকা আসামির মৃত্যু/ প্রথম আলো, ৭ মে ২০১৮
[২৫] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য
[২৬] Jails overflowing with inmates / দি ডেইলি স্টার ১ জুলাই ২০১৮/ https://www.thedailystar.net/city/jails-overflowing-inmates-1598005

রাজনৈতিক নিপীড়ন ও সভা-সমাবেশে বাধা

১৮. বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায়[২৭] সাজা হওয়ার পর থেকে তাঁকে পুরান ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে (বর্তমানে পরিত্যক্ত) আটক রাখা হয়েছে। খালেদা জিয়ার আইনজীবিরা তাঁকে নির্জন কারাবাসে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। ২০১৮ এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচন থেকে খালেদা জিয়াকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য প্রতিহিংসামূলকভাবে তাঁকে সাজা দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। তিয়াত্তর বছর বয়স্ক এই সাবেক প্রধানমন্ত্রী কারাগারে গুরুতর অসুস্থ বলে তাঁর দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন এমন সূত্রগুলো জানাচ্ছে, খালেদা জিয়ার ওজন কমে গেছে, বাম হাত ওপরে তুলতে পারছেন না এবং ঠিকমতো হাঁটতে পারছেন না। তিনি চোখের সমস্যায় ভুগছেন বলে জানা গেছে।[২৮] গত ৯ জুন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক এফএম সিদ্দিকীসহ চার চিকিৎসক খালেদা জিয়াকে কারাগারে দেখে কারাফটকে সাংবাদিকদের জানান, খালেদা জিয়ার 'মাইল্ড স্ট্রোক' হয়েছে বলে তাঁরা ধারণা করছেন। সামনে আরও বড় ধরনের স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি আছে এবং তাঁর সুচিকিৎসা প্রয়োজন। এজন্য অবিলম্বে তাঁকে ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করতে কারাকর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করা হলেও সরকার তাঁকে সেখানে পাঠায়নি।[২৯] অতীতে ইউনাইটেড হাসপাতালে খালেদা জিয়া তাঁর চিকিৎসা করাতেন এবং তাঁকে এর আগে চিকিৎসা প্রদানকারী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা ইউনাইটেড হাসপাতালে কর্মরত বলেই ওই হাসপাতালে তিনি চিকিৎসা সেবা নিতে ইচ্ছুক। চিকিৎসা পাওয়া বন্দির অধিকার যা সংবিধানে উল্লেখ আছে এবং খালেদা জিয়ার ক্ষেত্রে এই মানবাধিকারের লঙ্ঘন ঘটেছে।

১৯. খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে যাতে তাঁর অনুসারীরা কোন আন্দোলন না করতে পারেন সেইজন্য ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা সারাদেশে বিএনপি এবং এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে গণগ্রেফতার অভিযান চালায় এবং বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নেতাসহ কয়েক হাজার বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে।[৩০] এমনকি সামাজিক বা ঘরোয়া বৈঠক

---

[২৭] ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার রায় ঘোষনা করেন বিশেষ আদালতের বিচারক ড. মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান। এই মামলাটি ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দুদক দায়ের করে। তখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধেও ছয়টি দুর্নীতি বা চাঁদাবাজির মামলা করা হয়। এই মামলাগুলো আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালে হাইকোর্ট থেকে বাতিল বা খারিজ হয়ে যায় বা মামলার বাদী মামলাগুলো প্রত্যাহার করে নেয়।

[২৮] জীর্ণশীর্ণ খালেদা জিয়া/ নয়াদিগন্ত ১২ জুন ২০১৮/ www.dailynayadiganta.com/politics/324980/

[২৯] ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের ধারণা, 'মাইল্ড স্ট্রোক' হয়েছে খালেদা জিয়ার, অবিলম্বে ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ/ যুগান্তর ১০ জুন ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/58265/

[৩০] দেড় মাসে বিএনপির ৫০০০ নেতাকর্মী গ্রেফতার মুক্তি মিলছে না/ মানবজমিন ১০ মার্চ ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=108408

থেকেও তথাকথিত "নাশকতার পরিকল্পনার" কল্পিত অভিযোগে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর অনেক নেতাকর্মী দীর্ঘদিন কারাগারে আটক থাকার পর জামিনে মুক্ত হয়ে জেল থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে আবারও তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাজিব আহসান চার মাস কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক থাকার পর গত ১৪ জুন জামিনে মুক্তি পেয়ে কারাগার থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা তাঁকে আটক করে নিয়ে যায়।[৩১] নাটোর স্বেচ্ছাসেবকদলের সাধারণ সম্পাদক রাসেল আহমেদ রনি নাটোর কারাগারে দীর্ঘদিন আটক থাকার পর গত ১২ জুন জামিনে মুক্তি পেয়ে কারাগার থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সদস্যরা তাঁকে আটক করে নিয়ে যায়।[৩২]

২০. গত ছয় মাসে খালেদা জিয়াকে সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে সাজা দেয়া হয়েছে এই অভিযোগ করে সারাদেশে বিএনপি'র নেতাকর্মীরা শান্তিপূর্ণ মিছিল, সমাবেশ, গণস্বাক্ষর অভিযান, অনশন, মানববন্ধন, লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পালন করার সময় পুলিশ ও ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা বহু জায়গায় তাঁদের বাধা দিয়ে, হামলা চালিয়ে এবং গ্রেফতার করে তা পণ্ড করে দেয়।[৩৩] এছাড়া রোজার মাসে ইফতার মহফিলে ও ঈদের দিনে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের সমবেত হতে বাধা দিয়েছে পুলিশ।

২১. গত ১২ ও ২২ মার্চ এবং ১ মে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এবং ৭ মে ঢাকার নয়াপল্টন অফিসের সামনে বিএনপিকে জনসভা করার অনুমতি দেয়া হয়নি।[৩৪] গত ৬ মে হাইকোর্ট বিভাগ ১৫ মের অনুষ্ঠিতব্য গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন স্থগিত করার পর বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাসানউদ্দিন সরকারের বাড়ি পুলিশ ঘেরাও করে রাখে এবং বিএনপি'র কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নোমানসহ ১৩ জন নেতা-কর্মীকে আটক করে। পরে আবদুল্লাহ আল নোমানকে ছেড়ে দিলেও আটক অন্যান্য নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার দেখায় পুলিশ।[৩৫] ১০ জুন ফেনী জেলা যুবদল,[৩৬] ১৩ জুন ঢাকা জেলার দোহার উপজেলা বিএনপি এবং মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলা বিএনপি আয়োজিত ইফতার মাহফিল পুলিশী বাধার মুখে পণ্ড হয়ে যায়।[৩৭] গত ১২ জুন ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলার অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের

[৩১] ছাত্রদল সভাপতি রাজিব কারাফটকে ফের গ্রেফতার/ যুগান্তর ১৫ জুন ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/60346/

[৩২] নাটোরে স্বেচ্ছাসেবক দলের সম্পাদক গ্রেফতার/ যুগান্তর ১৩ জুন ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/news/59500/

[৩৩] খালেদা জিয়ার মুক্তি আন্দোলন বিএনপির; জনসভার প্রস্তুতি থাকলেও এখনো অনুমতি মেলেনি/ যুগান্তর ৮ মার্চ ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/299849

[৩৪] জনসভার অনুমতি পায়নি বিএনপি/ নয়াদিগন্ত ১২ মার্চ ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/300981সোহরাওয়ার্দীতে জনসভার অনুমতি পায়নি বিএনপি/ প্রথম আলো ১২ মার্চ ২০১৮

[৩৫] বিএনপি প্রার্থীর বাড়ি ঘেরাও/ প্রথম আলো, ৭ মে ২০১৮

[৩৬] ফেনীতে যুবদলের ইফতার মাহফিল পন্ড করে দিয়েছে পুলিশ/ নয়াদিগন্ত ১১ জুন ২০১৮/ www.dailynayadiganta.com/more-news/324557/

[৩৭] পুলিশের বাধায় বিএনপির ইফতার অনুষ্ঠান পণ্ড/ প্রথম অঅলো ১৪ জুন ২০১৮

প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ জাফরউল্লার চৌধুরীর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাংবাদিকদের মৌন অবস্থান কর্মসূচি পুলিশ পণ্ড করে দেয়।[৩৮] ২৩ জুন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে ফেনীতে যুবদলের মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে দাগনভূঁঞা উপজেলা ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জামাল উদ্দিন টিংকুসহ কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হন।[৩৯]

২২. বিএনপি ছাড়াও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিকদল ও সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী সংগঠনের মিছিল সমাবেশেও সরকার বাধা দিয়েছে এবং হামলা করেছে। এই সময় নারী আন্দোলনকারীদের শারিরীকভাবে লাঞ্ছিত হতে দেখা গেছে। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলঃ

● ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে গত ২৪ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বাম সংগঠন সমর্থিত প্রগতিশীল ছাত্রজোটের মিছিলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের হামলায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রজোটের ৫ নেতাকর্মী এবং সিলেটে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের ১৩ জন নেতা-কর্মী আহত হন।[৪০] ● ২ ফেব্রুয়ারি গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা হাসান মারুফ রুমীর ওপর দুর্বৃত্তদের হামলার বিচারের দাবিতে জাতীয় জাদুঘরের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ চলাকালে পুলিশ সভার মাইক কেড়ে নিয়ে সমাবেশকারীদের সমাবেশ স্থল ত্যাগ করতে বাধ্য করে।[৪১] ● গত ১০ মার্চ ঢাকায় চাকরিতে বয়সসীমা বৃদ্ধির দাবিতে চাকরিপ্রার্থী ও শিক্ষার্থীদের মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে।[৪২] ●১০ জুন ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের সমাবেশ পুলিশের বাধায় পণ্ড হয়ে যায়।[৪৩] ● ৩০ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ডাকা সংবাদ সম্মেলনের আগ মুহূর্তে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালালে সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল হক নূরুসহ কয়েকজন আহত হন। এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

[৩৮] খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি, শত নাগরিকের অবস্থান কর্মসূচি পুলিশি বাধায় পন্ড/ যুগান্তর ১৩ জুন ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/news/59505/

[৩৯] ফেনীতে যুবদলের মিছিলে পুলিশের গুলি/ নয়াদিগন্ত ২৩ জুন ২০১৮/ www.dailynayadiganta.com/first-page/327122/

[৪০] ঢাবির ঘটনায় প্রতিবাদ সমাবেশ; চবি ও রাবিতে এবার ছাত্রলীগের হামলা/ যুগান্তর ২৫ জানুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/10756/

[৪১] গণসংহতি আন্দোলনের সমাবেশে পুলিশি বাধা/ যুগান্তর ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/13968/

[৪২] স্মারকলিপি দিতে গিয়ে পুলিশের লাঠিপেটার শিকার / প্রথম আলো ১১ মার্চ ২০১৮

[৪৩] এমপিওভুক্তির দাবিতে আন্দোলন কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা/ ইত্তেফাক ১১ জুন ২০১৮

শিক্ষক ড. জাভেদ আহমেদ নিজের পরিচয় দিয়ে শিক্ষার্থীদের বাঁচানোর চেষ্টা করলে তাঁর ওপরও হামলা করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।[৪৪]

বাংলামোটরে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স ৩৫ করার দাবিতে আন্দোলনরত একজন নারীকে লাঞ্ছিত করছে পুলিশ। ছবিঃ প্রথম আলো ১১ মার্চ ২০১৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোটা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভকারীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা। ছবি: নিউ এজ, ১ জুলাই ২০১৮।

[৪৪] ঢাবিতে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা/ বাংলা ট্রিবিউন ৩০ জুন ২০১৮/ www.banglatribune.com/others/news/338041-

ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন

২৩. ***অধিকার*** **এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৪৯ জন নিহত ও ২২৫৬ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ১৫৪টি এবং বিএনপি'র ৪টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১৯ জন নিহত ও ১৬৯৪ জন আহত এবং বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ২ জন নিহত ও ৩১ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।**

২৪. সারাদেশে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত ছিল এই ছয়মাসেও। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জমিদখল, অপহরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সহিংসতা, প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি বাণিজ্য, সাধারণ নাগরিক ও নারীদের ওপর সহিংসতা এবং যৌন হয়রানির মত ঘটনা ঘটানোর অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া তারা ক্ষুদ্রস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে হতাহতের ঘটনা ঘটাচ্ছে। এইসব ঘটনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের বিচারের আওতায় আনা যায়নি।

●গত ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কর্মসূচি পালন করতে যেয়ে সিলেটের এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সময় দুই পক্ষেই হেলমেট পরা আগ্নেয়াস্ত্রধারী ব্যক্তিরা অবস্থান নেয় এবং একে অপরের দিকে গুলি ছোঁড়ে। সংঘর্ষে আখতার হোসেন এবং আবদুস সালাম নামে দুইজন ছাত্রলীগ কর্মী আহত হন।[৪৫] *●৭ মার্চ*[৪৬] *ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় আগত আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা নগরীর বাংলামোটর, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস, কাকরাইল, খামারবাড়ি ও কলাবাগান এলাকায় রাস্তায় চলাচলকারী নারীদের ওপর হামলা করে তাঁদের কাপড় ছিঁড়ে ফেলাসহ তাঁদের ওপর ওপর যৌন হয়রানী করে।*[৪৭] *● গত ১১ এপ্রিল কোটা সংস্কারের দাবিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা হামলা করলে ছাত্রীসহ ১৫ জন আহত হন।*[৪৮] *● গত ৩ জুন নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য গাজী গোলাম দস্তগীর এর সমর্থকদের সঙ্গে তারাব যুবলীগের সাংগঠনিক*

[৪৫] সিলেটে অস্ত্রের মহড়া গুলি ও ককটেল/ প্রথম আলো ৫ জানুয়ারি ২০১৮

[৪৬] ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের আগে ৭ মার্চ তৎকালিন আওয়ামী লীগের নেতা সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালিন রেসকোর্স ময়দানে ভাষন দেন।

[৪৭] মিছিল থেকে হয়রানির অভিযোগ/ প্রথম আলো ৮ মার্চ ২০১৮/ সিরিজ শ্লীলতাহানির ঘটনায় তোলপাড়/ মানবজমিন ৯ মার্চ ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=108263

[৪৮] জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা, ১৫ জন আহত/ প্রথম আলো ১২ এপ্রিল ২০১৮

সম্পাদক রাসেলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ চলাকালে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের স্থানীয় নেতা রিয়াজ, সোহান ও পাপ্পু তাদের হাতে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালালে একজন পথচারীসহ ৭ জন আহত হন।[৪৯]

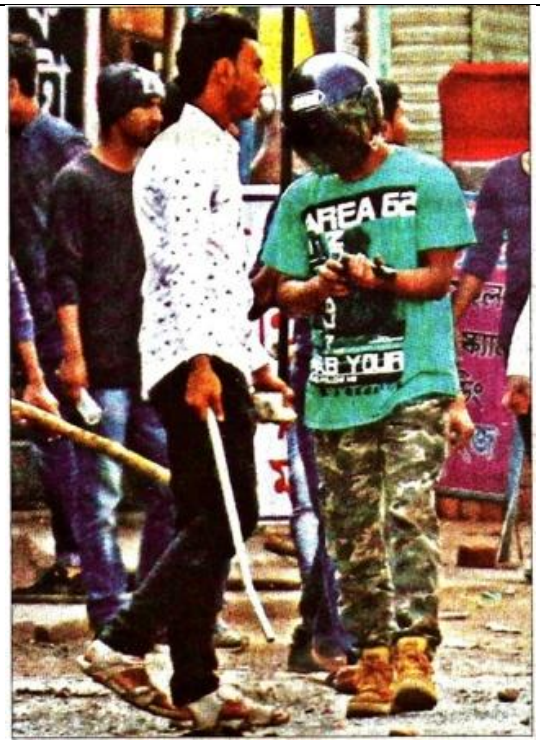

সিলেটের এমসি কলেজ প্রাঙ্গনে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুইপক্ষের সংঘর্ষের সময় হেলমেট পরিহিত আগ্নেয়াস্ত্র হাতে এক যুবককে দেখা যাচ্ছে। ছবি ঃ প্রথম আলো, ৫ জানুয়ারি ২০১৮

খ. গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

২৫. জীবনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাংবিধানিক সুরক্ষা এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের ৬ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত থাকার পরও অনেকেরই গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়া, আইনের সঠিক প্রয়োগের অভাবে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি অবিশ্বাসের কারণে দেশে অপরাধী সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে মানুষদের হত্যা করা হচ্ছে।

২৬. ২০১৮ সালের জানুয়ারি-জুন এই ছয়মাসে গণপিটুনিতে ২৮ জন নিহত হয়েছেন।

[৪৯] রূপগঞ্জে যুবলীগ-ছাত্রলীগ সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধসহ আহত ৮/ মানবজমিন ৪ জুন ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=120139&cat=9/

গ.'চরমপন্থা' ও মানবাধিকার

২৭.গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবর্তমানে দমন নিপীড়নের সুযোগে দেশে 'চরমপন্থীদের' আবির্ভাব দেখা গেছে। তবে 'চরমপন্থী' দমন কতটুকু স্বচ্ছভাবে এবং আইনসম্মত পদ্ধতিতে হচ্ছে তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারণ 'চরমপন্থীদের' দমনের নামে রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের সময় নারী ও শিশুদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে এবং অনেকেই গুম হচ্ছেন।[৫০] এই ধরনের অভিযানগুলোতে সত্যিকার অর্থে কি ঘটেছিল এবং ঘটছে সেই সর্ম্পকে কোনই স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় সত্যিকার অর্থেই 'চরমপন্থী' দমন হচ্ছে নাকি নিরীহ ব্যক্তি ঘটনার শিকার হচ্ছেন এই বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব তৈরি হয়েছে।[৫১] ২০১৮ সালেও রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক 'চরমপন্থী' দমনের নামে অভিযানের সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে অনেকেই নিহত হয়েছেন বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে।

● ১২ জানুয়ারি রাত ২ টায় ঢাকার নাখালপাড়ার রুবি ভিলা নামে একটি বাড়িতে র‍্যাবের অভিযানে তিন জন 'চরমপন্থী' নিহত হয়েছেন বলে র‍্যাবের গণমাধ্যম শাখা জানায়। র‍্যাব বলেছে তাদের গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী নিহতরা সবাই ছিলেন নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন জেএমবির সদস্য।[৫২] যদিও র‍্যাব জানায়, তিনজনের বয়স ২৫-২৭ বছরের মধ্যে কিন্তু পরবর্তীতে জানা যায় এঁদের মধ্যে কিশোরগঞ্জের রবিন মিয়া (১৭), নাফিস উল ইসলাম (১৬) এবং মেজবাউদ্দিন (বয়স জানা যায়নি)।[৫৩] ● গত ১২ জুন মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার কাকালদি গ্রামে শাহজাহান বাচ্চু নামে একজন প্রকাশক ও কবিকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত গুলি করে হত্যা করে। তিনি ফেসবুকে লেখালেখি করে তাঁর মতাদর্শ প্রকাশ করতেন। আর এই কারণে কথিত ইসলামী চরমপন্থীরা তাঁকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল বলে তাঁর স্বজনরা জানান।[৫৪] গত ২৪ জুন শাহজাহান বাচ্চু হত্যার প্রধান অভিযুক্ত বলে চিহ্নিত আবদুর রহমান নামের এক ব্যক্তিকে গাজীপুর থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে বলে দাবি করে। এরপর গত ২৭ জুন ভোররাতে সিরাজদিখানের বালুচর এলাকায় পুলিশের সঙ্গে তথাকথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' আবদুর রহমান নিহত হন।[৫৫] প্রায়শঃ দেখা যাচ্ছে কথিত 'চরমপন্থীরা' পুলিশ ও র‍্যাবের হাতে

[৫০] প্রথম আলো, ১ এপ্রিল ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1130046/

[৫১] Extremism tacling narrative warrants transparency /নিউএজ ২৯ এপ্রিল ২০১৭ http://www.newagebd.net/article/14532/extremism-tackling-narrative-warrants-transparency

[৫২] প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পেছনে আস্তানা; র‍্যাবের অভিযানে তিন জঙ্গি নিহত/ যুগান্তর ১৩ জানুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/6092/

[৫৩] NAKHALPARA RAID, Last of three militants identified / ডেইলি স্টার ২২ জানুয়ারি ২০১৮, http://www.thedailystar.net/city/last-3-militants-identified-1523158

[৫৪] শাহজাহান বাচ্চুর খুনি জঙ্গিরাই, স্বজন ও পুলিশের ধারণা/ প্রথম আলো ১৩ জুন ২০১৮

[৫৫] প্রকাশক শাহজাহান বাচ্চু হত্যা মামলার প্রধান আসামি 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত/ প্রথম আলো ২৮ জুন ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1520121/

আটক হবার পর 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হন। ফলে এই সব 'চরমপন্থীদের' পেছনে কারা আছে তা অজানা থেকে যাচ্ছে এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বাঁচানোর জন্য কথিত 'চরমপন্থীদের' হত্যা করা হচ্ছে কিনা এই বিষয়ে সন্দেহ তৈরি হচ্ছে।

ঘ. অকার্যকর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

দুর্নীতি দমন কমিশন

২৮. জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার এবং সংসদ না থাকায় দেশে জবাবদিহিতার ব্যাপক অভাব বিদ্যমান রয়েছে। ফলশ্রুতিতে দুর্নীতিও ভয়াবহভাবে বিস্তার লাভ করেছে এবং লুটপাটতন্ত্র কায়েম হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী এবং সরকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবিরা এই দুর্নীতি ও লুটপাটের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। মূলত বিদেশে টাকা পাচার[৫৬], শেয়ার মার্কেটে ধ্বস এবং ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যাপক লুটপাটের[৫৭] অভিযোগ রয়েছে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মী ও সরকার সমর্থক বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। আইনানুযায়ী দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার কথা থাকলেও ক্ষমতাসীনদলের চাপে দুদক যে দায়িত্ব পালন করতে পারছে না, তা তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হচ্ছে।[৫৮] হাতে গোনা দুই এক জন সরকারের প্রভাবশালী

[৫৬] ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষনা প্রতিষ্ঠানে গ্লোবাল ফাইনোনিন্সয়াল ইন্টিগ্রিটি এর প্রতিবেদন ২০১৭ অনুযায়ী ২০০৫ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ৬১.৬৩ বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার হয়েছে । এরমধ্যে ২০১৪ সালেই বাংলাদেশ থেকে ৯.১১ বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার হয়েছে।প্যারাডাইস পেপার্স এর দ্বিতীয় তালিকায় বিতর্কিত ব্যবসায়ী মুসা বিন শমসেরসহ আরও ২০ বাংলাদেশীর নাম এসেছে। এদের সবাই অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপের মাল্টায় অর্থ পাচার করেছে।

[৫৭] ২০১৪ সালে বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের মত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দলীয় নেতাকর্মীদের অনুকুলে অনেকগুলো ব্যাংকের লাইসেন্স দেয় এবং বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে নেতাকর্মীদের সম্পৃক্ত করে। ফলে সোনালী ব্যাংক থেকে হলমার্ক নামে একটি প্রাইভেট কোম্পানী কয়েক হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে টাকা চুরিসহ বেসিক ব্যাংক (ব্যাংকের চেয়ারম্যান আবদুল হাই বাচ্চুর সঙ্গে সরকারের উচ্চ মহলের সখ্যতার কারনে বেসিক ব্যাংকের দূর্নীতির মামলায় এখনও তাকে আসামী করেনি দুর্নীতি দমন কমিশন), আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য এবং ২০১২ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা মহিউদ্দিন খান আলমগীরের মালিকাধীন ফারমার্স ব্যাংক (পরিচালনা পর্ষদে সাবেক আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাসহ ক্ষমতাসীন দলের সমর্থনপুষ্ট বুদ্ধিজীবি রয়েছেন) এবং জনতা ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংকে ব্যাপক দুর্নীতি ও ঋণ কেলেঙ্কারি মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ এর অভিযোগ রয়েছে। জনতা ব্যাংকের মোট মূলধন যেখানে ২ হাজার ৯৭৯ কোটি টাকা সেখানে তারা মোহাম্মদ ইউনুস (বাদল) নামে এক ব্যক্তির মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান এনন টেক্স গ্রুপকে ৫ হাজার ৫০৪ কোটি টাকা ঋণ ও ঋণসুবিধা দিয়েছে। মূলধনের সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ দেয়ার সুযোগ আছে। অর্থাৎ এক গ্রাহক ৭৫০ কোটি টাকার বেশী ঋণ পেতে পারেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবুল বারাকাত এই ব্যাংকের চেয়ারম্যান থাকাকালিন সময়ে এই অর্থ দেয়া হয়। এই সময় ব্যাংকের পর্ষদ সদস্য ছিলেন সাবেক আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ নেতা বলরাম পোদ্দার, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সাবেক সহসম্পাদক নাগিবুল ইসলাম ওরফে দীপু, যুবলীগ নেতা আবু নাসের।

[৫৮] ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কয়েকজন সিনিয়র নেতা ও দলটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে অভিযোগ আনা হয়েছিলো, সেগুলো ২০১৩ সালে খারিজ করে দেয় দুদক। এরমধ্যে সাবেক সংসদ সদস্য এইচবিএম ইকবাল ও সাবেক চিফ হুইপ আওয়ামী লীগ নেতা আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে দুইটি মামলা থেকে অব্যাহতি দেয় কমিশন। ২০১৩ সালের জুন মাসে সাবেক মন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে দুর্নীতির একটি অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেয় কমিশন। এছাড়া বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তাকে দায়মুক্তি এবং মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কক্সবাজার-৪ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য সাইমুম সারোয়ার ও তাঁর স্ত্রী সৈয়দা সেলিনা আক্তার, নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য শামীম ওসমানকে জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের দায় থেকে অব্যাহতি দেয় দুদক। ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে অগাস্ট পর্যন্ত প্রায় ১৬০০ ক্ষমতাসীন দল সমর্থক রাজনৈতিক ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয়

রাজনীতিকের বিরুদ্ধে দুদক মামলা করলেও তাদের বিরুদ্ধে আইনী প্রক্রিয়া চলছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। অন্যদিকে খালেদা জিয়াসহ বিরোধীদল বিএনপি'র শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলায় সাজা দেয়া ও আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার ব্যাপারে কমিশনকে অতিরিক্ত মনোযোগী হতে দেখা গেছে। অথচ ২০০৭-০৮ এর জরুরী অবস্থার সময়ে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার মত বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু তা এই সরকার প্রত্যাহার করেছে। দুদকের এই ব্যর্থতা ও পক্ষপাতিত্বর দিকটি উচ্চ আদালতের একটি রায়ে প্রতিফলিত হয়েছে। গত ৩১ মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি সহিদুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ বেসিক ব্যাংক ঋণ কেলেঙ্কারির মামলাগুলোর তদন্ত প্রক্রিয়ায় দৃশ্যমান অগ্রগতি না দেখে এই রায় দেন। ৬০ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করা এবং বেসিক ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হাই বাচ্চুসহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের আইনের আওতায় আনতে ইতিপূর্বে দেয়া আদেশ ও পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে হাইকোর্ট বিভাগের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ বলেছেন, বাধ্য হয়ে বলছি যে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) দেশের উচ্চ আদালতের আদেশ বাস্তবায়নে ও পর্যবেক্ষণের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ব্যর্থ হয়েছে, যা আদালতের আদেশগুলো অর্থহীন করা ও অবজ্ঞার শামিল। এই ঋণ কেলেঙ্কারির মামলা পরিচালনায় দুদকের আচরণে প্রতিষ্ঠানটির নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে।[৫৯]

নির্বাচন কমিশন

২৯. বর্তমান কে এম নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন সরকারের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো প্রহসনে পরিণত করে জনগণের আস্থা হারিয়েছে। এই ছয়মাসে এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে ১৩ মার্চ জাতীয় সংসদের দুটি উপ-নির্বাচন, ২৯ মার্চ ১৩২টি ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডের উপ ও স্থগিত নির্বাচন এবং ৭ ও ১৫ মে ১৬টি ইউনিয়ন পরিষদ ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের এবং ২৬ জুন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে জাল ভোট প্রদান, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটক ও বের করে দেয়াসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু এইসব মারাত্মক ঘটনা এবং অভিযোগগুলোর ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার দায় স্বীকার না করে বরং নির্বাচন কমিশন 'নির্বাচন সুষ্ঠু' হয়েছে বলে সরকারের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছে। এছাড়া

সংসদের উপনেতা সাজেদা চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, ফিলিপাইনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মাজেদা রফিকুন নেসা প্রমুখ।

[৫৯] আদেশ বাস্তবায়নে দুদক একদম ব্যর্থ: হাইকোর্ট/ প্রথম আলো ১২ জুন ২০১৮

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির বিরোধীদলগুলোর দাবীর প্রতি এই কমিশনের কোন উদ্যোগ নাই। গত ১২ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচটি ইমামের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সংসদ সদস্যদের প্রচারে অংশ নেয়ার সুযোগ দিয়ে আচরণ বিধিমালা সংশোধনের দাবি জানান। গত ২৪ মে একজন নির্বাচন কমিশনারের আপত্তির পরও এই দাবির অনুমোদন দেয় নির্বাচন কমিশন।[৬০] নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হলেও বর্তমান কমিশনের ক্ষমতাসীনদলের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আনুগত্য আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাদের ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই অনাস্থা তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় সরকার ও উপ-নির্বাচন

৩০.গত ১৩ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ (নাসিরনগর) জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন[৬১], ২৯ মার্চ টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার সাগরদীঘি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন[৬২], ৭ মে নরসিংদী জেলার মাধবদী উপজেলার নুরালাপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন[৬৩], ১৫ মে ঝালকাঠি জেলার পোনাবালিয়া, চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার দ্বাদশগ্রাম ও ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার মুজিবনগর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে[৬৪] ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, জাল ভোট, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দেয়াসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

খুলনা ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন

৩১. ২০১৪ সালের ভোটার বিহীন নির্বাচনে ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রতিটি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ক্ষমতাহীন সরকার তার দলীয় লোকদের 'জিতিয়ে' নেবার জন্য জনগনের ভোটের অধিকার নস্যাৎ করেছে বলে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৫ মে খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবং ২৬ জুন[৬৫] গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মনোনীত মেয়র প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার ছিনতাই, জাল ভোট প্রদান ও বিরোধী প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দেয়া এবং আটকে

---

[৬০] ভোটে সমান সুযোগ রাখল না ইসি/ প্রথম আলো ২৫ মে ২০১৮

[৬১] অধিকারএর মার্চ মাসের মানবাধিকার প্রতিদেন দেখুন/ http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/04/HRR_March-2018_Bang.pdf

[৬২] অধিকারএর মার্চ মাসের মানবাধিকার প্রতিদেন দেখুন/ http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/04/HRR_March-2018_Bang.pdf

[৬৩] অধিকারএর মে মাসের মানবাধিকার প্রতিদেন দেখুন/ http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/06/human-rights-monitoring-report-May-2018_Ban.pdf

[৬৪] অধিকারএর মে মাসের মানবাধিকার প্রতিদেন দেখুন/ http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/06/human-rights-monitoring-report-May-2018_Ban.pdf

[৬৫] হাইকোর্টের নির্দেশে ১৫ মে অনুষ্ঠিতব্য গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ আগামী ২৮ জুনের মধ্যে নির্বাচন করার নির্দেশ দিলে নির্বাচন কমিশন ২৬ জুন নির্বাচনে ভোট গ্রহণের দিন ধার্য্য করে।

রাখাসহ ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ পাওয়া যায়। এই নির্বাচন দুটি ছিল সম্পূর্ণভাবে সরকারিদলের নিয়ন্ত্রণে। এক্ষেত্রে তারা প্রশাসন, নির্বাচনী কর্মকর্তা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবহার করে। নির্বাচনের আগে থেকেই পুলিশ দুই সিটি কর্পোরেশনে বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার, বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে হুমকিসহ বিভিন্নভাবে হয়রানি করেছে। এই সমস্ত ব্যাপারে খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাসানউদ্দিন সরকার দফায় দফায় নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করলেও নির্বাচন কমিশন এই ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এমনকি উচ্চ আদালত নির্বাচনের সময় বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার না করতে নির্দেশনা দিলেও তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আমলে নেয়নি। এছাড়া উভয় সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট পড়ার চিত্র ছিল একই রকম।

খুলনা সিটি করপোরেশনের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে লবণছোরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে নৌকা মার্কায় সিল মারা ব্যালট পেপার পোলিং কর্মকর্তার টেবিলে দেখা যাচ্ছে। ছবি: নিউ এজ, ১৬ মে ২০১৮।

জয়দেবপুরে শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্রে ২০-২৫ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে নৌকা প্রতীকে সিল মারতে দেখা যায়। ছবি: ডেইলি স্টার, ২৭ জুন ২০১৮।

৩২. উভয় নির্বাচনেই অনেক কেন্দ্রে ৯০ শতাংশের বেশী ভোট পড়েছে বলে জানা গেছে- যেমন খুলনার নির্বাচনে ২৮৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ৯টিতে ৮০-৯০ শতাংশ, ৫৭টিতে ৭০ শতাংশের বেশী, ১১টিতে ৭৬-৭৯ শতাংশ, ৩৭টিতে ৭০-৭৫ শতাংশ এবং তিনটিতে ৯০ শতাংশের বেশী ভোট পড়েছে। গাজীপুরের দুটি কেন্দ্রে ৯০ শতাংশেরও বেশী এবং ২৪টি কেন্দ্রে ৮০ শতাংশেরও বেশী ভোট পড়েছে। একটি কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ২০ শতাংশের নিচে। ৪০ শতাংশের নিচে ভোট পড়েছে ১৮টি কেন্দ্রে। নির্বাচন বিশ্লেষকরা বলছেন, এই ধরনের ভোট পড়ার হার অস্বাভাবিক।[৬৬]

গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে দেও আলী বারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে কোনও ভোটার দেখা যায়নি। ছবিঃ ডেইলি স্টার, ২৬ জুন ২০১৮।

[৬৬] গাজীপুরে অস্বাভাবিক ভোট/ নয়াদিগন্ত ২৮ জুন ২০১৮/ www.dailynayadiganta.com/politics/328503/

৩৩.গত ২০ জুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সব কমিশনারদের নিয়ে গাজীপুরে এক মতবিনিময় সভা করে সব পক্ষকে সমান সুযোগ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু এই দিনই গভীর রাতে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাসান উদ্দিন সরকারের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির নয়জনকে আটক করে পুলিশ।[৬৭] উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের বিভিন্ন জায়গা থেকে তুলে নেয়ার ঘটনা ঘটে। ভোট গ্রহণের আগের দিন সন্ধ্যায় শহরের ধীরাশ্রম ও সামন্তপুর এলাকা থেকে সাদা পোশাকের পুলিশ ১০ জনকে তুলে নিয়ে যায়। পরে জানা যায় যে, তাঁরা ঢাকার কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক আছেন।[৬৮] নির্বাচনের দিন ভোর ৬টা থেকেই গ্রেফতার অভিযান শুরু করে পুলিশ। ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার পথে গোয়েন্দা পুলিশ বিএনপি প্রার্থীর এজেন্ট ও কেন্দ্রভিত্তিক নির্বাচনী কমিটির ১৯ সদস্যকে আটক করে।[৬৯] ৩৪ নং ওয়ার্ডের গাছা কলমেশ্বর আদর্শ বিদ্যালয় কেন্দ্রের ভেতর থেকে দুপুর পৌনে ১২টায় সাদা পোশাকে গোয়ন্দা পুলিশ বিএনপি'র নির্বাচনী এজেন্ট মোহাম্মদ ইদ্রিস আলীকে তুলে নিয়ে গাজীপুর পুলিশ লাইনের একটি কক্ষে আটকে রাখে। ইদ্রিস আলী জানান, সেখানে তিনিসহ আরও ৪২ জনকে নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখা হয়। ভোট গ্রহণ শেষ হলে গাজীপুরের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে তাঁদের ছেড়ে দেয়া হয়।[৭০]

৩৪.গাজীপুরে নির্বাচনের দিন সকাল থেকেই প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের মুখে ক্ষমতাসীনদলের সমর্থকরা অবস্থান নিয়ে মহড়া দেয়। তাদের এই অবস্থানের কারণে বিএনপির সমর্থক ভোটার ও সাধারণ ভোটাররা অনেকেই ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যেতে পারেননি।[৭১] বেলা আনুমানিক ১১ টায় ৩৪নং ওয়ার্ডের ৭টি কেন্দ্র থেকে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দেয়া হয়। এরমধ্যে অনন্ত মডেল কিন্ডারগার্টেন-১ কেন্দ্রের ৬টি বুথের মধ্যে ৫টি বুথের এজেন্টদের বের করে দেয়া হয় এবং একজনকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ।[৭২] নির্বাচনে অনিয়ম ও জাল ভোট ঠেকাতে পুলিশের কোন তৎপরতা দেখা না গেলেও নির্বাচনী খবর সংগ্রহে নিয়োজিত থাকা সাংবাদিকদের তারা নানাভাবে হয়রানি করেছে।[৭৩] পূবাইল আদর্শ কলেজ কেন্দ্রে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ক্ষমতাসীনদলের সমর্থকরা ভোটারদের হাত থেকে মেয়র পদের ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে নৌকায় সিল মেরে বাক্সবন্দি করে। বেলা আনুমানিক ১১ টায় মোগরখাল মদিনাতুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে ২০/২৫

[৬৭] গাজীপুর সিটিতে বিএনপির নেতা-কর্মীদের ধরপাকড়ের অভিযোগ/ প্রথম আলো ২২ জুন ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1515326/

[৬৮] গাজীপুর সিটি নির্বাচন, খুলনার চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে/ প্রথম আলো ২৮ জুন ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1520161/

[৬৯] ভোটের দিনেও গণগ্রেফতার/ নয়াদিগন্ত ২৭ জুন ২০১৮/ www.dailynayadiganta.com/first-page/328218/

[৭০] গাজীপুর সিটি নির্বাচন, খুলনার চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে/ প্রথম আলো ২৮ জুন ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1520161/

[৭১] ধানের শীষের এজেন্ট কার্ড ছিনতাই!/ মানবজমিন ২৭ জুন ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=123116&cat=3/

[৭২] নিয়ম-অনিয়মের নির্বাচন/ প্রথম আলো ২৭ জুন ২০১৮

[৭৩] সাংবাদিককে আটকে থানায় নেয়ার হুমকি/ মানবজমিন ২৭ জুন ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=123117&cat=3/

জন যুবক তিনটি বুথে ঢুকে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে নৌকা[৭৪] প্রতীকে সিল মারে। প্রায় এক ঘন্টা ধরে এই ঘটনা চললেও দায়িত্বরত পুলিশ বাধা দেয়নি। কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসার শেখ এখলাসুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন।[৭৫] টঙ্গীর নোয়াগাঁও এম এ মজিদ উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের গেটে পুলিশের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছে যুবলীগের কর্মীরা। সরকার সমর্থক ব্যক্তিদের ছাড়া ঐ ভোটকেন্দ্রে অন্য কাউকে প্রবেশ করতে দেয়নি তারা। এই সময় কেন্দ্রের ভেতরে সরকার সমর্থক কিছু যুবক নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে ব্যালট বাক্সে ভরে।[৭৬] এতো অনিয়ম, কেন্দ্র দখল ও জাল ভোটের পরেও নির্বাচন কমিশনের সচিব হেলাল উদ্দিন আহমেদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে বলে দাবি করেছেন।[৭৭] এদিকে নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগে গাজীপুরের ৯টি কেন্দ্রের ভোট স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন।

ঙ. মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

নিবর্তনমূলক আইন

৩৫.নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এর ৫৭ ধারাটি[৭৮] সরকার মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। এই আইনটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করাসহ সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের উচ্চ মহলের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে আগের বছরগুলোর মতই কোন মন্তব্য লেখা, এমনকি এই সংক্রান্ত পোস্টে 'লাইক' দেয়ার কারণে বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও তাঁদের কারাগারে পাঠানোর মত ঘটনা গত ৬ মাসে অব্যাহত ছিল। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারাসহ ৫টি ধারা বিলুপ্ত করে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮'র খসড়া অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। চমকপ্রদ বিষয় এই যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ধারাগুলো প্রস্তাবিত নতুন আইনে অন্তর্ভুক্ত করায় এটি আরেকটি নিবর্তনমূলক আইনে পরিণত হতে যাচ্ছে। এছাড়া অনুমোদন

[৭৪] আওয়ামী লীগের নির্বচনী প্রতীক

[৭৫] নিয়ম-অনিয়মের নির্বাচন/ প্রথম আলো ২৭ জুন ২০১৮

[৭৬] টঙ্গীতে প্রকাশ্যে ব্যালট ছিনতাই, সিল/ মানবজমিন ২৭ জুন ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=123112&cat=3/

[৭৭] খুলনার অভিযোগ গাজীপুরেও/ মানবজমিন ২৭ জুন ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=123132&cat=2/

[৭৮] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনে র বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

পাওয়া আইনের খসড়ায় কম্পিউটার বা ডিজিটাল গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ সংক্রান্ত ৩২ ধারায়[৭৯] সাংবাদিক এবং মানবাধিকারকর্মীদের হয়রানী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই ধারা বাতিলের দাবি করেছেন নাগরিক সমাজের সদস্যবৃন্দ ও সাংবাদিকরা। কিন্তু এই দাবি আমলে না নিয়ে ৩২ ধারা বহাল রেখে ৯ এপ্রিল ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেছেন টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী মোস্তফা জাব্বার।[৮০] গত ১৪ মে জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশের ইউপিআর চলাকালে বিভিন্ন দেশ এই আইনটি পর্যালোচনা এবং পুনরায় খসড়া করার দাবি জানায়।

৩৬.প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে এবং তথ্য ও প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত ও নৌপরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খানকে নিয়ে ফেসবুকে 'আপত্তিকর' পোস্ট এবং ছবি 'বিকৃত' করে ফেসবুকে দেয়ার অভিযোগে গত ৭ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলায় নূর মোহাম্মদ নামে একজন জামায়াতে ইসলামী কর্মী,[৮১] ২৬ জানুয়ারি লক্ষ্মীপুর জেলায় মোহাম্মদ হেলাল নামে এক তরুণ,[৮২] ৪ ফেব্রুয়ারি কুড়িগ্রাম জেলায় জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবকদলের নেতা হারুন অর রশীদ[৮৩]এবং ৩ মে নোয়াখালী জেলায় ইসমাইল হোসেন শামীম[৮৪] নামে এক ব্যবসায়ীকে তথ্য প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ২৪ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে ফেসবুকে কটুক্তি করার অভিযোগে ফাবিহা নাজমিন নামে বগুড়া শেরপুর ডিগ্রী কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রীর বিরুদ্ধে ঐ কলেজের আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি এএসএম শাকিল[৮৫] এবং আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী রাশেদুল ইসলাম ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে ফেসবুকে অপপ্রচার

---

[৭৯] গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ' সংক্রান্ত ৩২ ধারায় বলা হয়েছে, 'যদি কোনো ব্যক্তি বেআইনি প্রবেশের মাধ্যমে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কোনো ধরনের গোপনীয় তথ্য-উপাত্ত কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ধারণ, প্রেরণ বা সংরক্ষণ করেন বা সংরক্ষণে সহয়তা করেন তা হলে কম্পিউটার বা ডিজিটাল গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ বলে গণ্য হবে। এই জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শাস্তি অনধিক ১৪ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। আর এই অপরাধ যদি একই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার করেন তাহলে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা এক কোটি টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

[৮০] ৩২ ধারা বহাল রেখে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল সংসদে/ যুগান্তর ১০ এপ্রিল ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/36851/

[৮১] ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তি, না'গঞ্জে জামায়াতকর্মী গ্রেফতার/ যুগান্তর ৮ জানুয়ারি ২০১৮

[৮২] প্রধানমন্ত্রীর ছবি বিকৃতি যুবক আটক/ মানবজমিন ২৭ জানুয়ারি ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=102316&cat=9/

[৮৩] প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটুক্তি স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা গ্রেফতার/ পূর্বপশ্চিমক বিডি ডট কম নিউজ, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://pbd.news/politics/36004/

[৮৪] শেখ হাসিনা ও কাদেরের ছবি বিকৃতির অভিযোগে আটক ১/ সমকাল, ৩ মে ২০১৮ (অনলাইন) www.samakal.com/chittagong/article/1805107/

[৮৫] প্রধানমন্ত্রী নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা/ নয়াদিগন্ত ২৬ মার্চ ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/304875

চালানোর অভিযোগে ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এডভোকেট শাহআলম ও কেন্দ্রীয় যুবলীগের নেতা শ্যামল কুমার রায়ের বিরুদ্ধে তথ্য ও প্রযুক্তি আইনে সাতটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৮৬]

৩৭. ***অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি-জুন এই ছয়মাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।**

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৩৮. সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত করছে। প্রায় সব ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং অধিকাংশ প্রিন্ট মিডিয়া সরকারের অনুগত ব্যক্তিবর্গের মালিকানাধীন। রাষ্ট্রীয় টিভি বিটিভি সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। অপরদিকে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা সরকার বন্ধ করে রেখেছে। জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয়মাসে সরকারদলীয় নেতা-কর্মীরা এবং আইপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে সংবাদকর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছে এবং রাজনৈতিক মামলায় তাঁদের অভিযুক্ত করা হয়েছে।

৩৯. ***অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ২৫ জন সাংবাদিক আহত, ৭ জন লাঞ্ছিত, ৮ জন হুমকির সম্মুখীন, ১ জন নির্যাতনের শিকার ও ১২ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।**

৪০. এই ছয় মাসে খবর সংগ্রহের সময় যশোর জেলায় ইনডিপেনডেন্ট টিভির জেলা প্রতিনিধি ও যশোর থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক প্রতিদিনের কথা'র রিপোর্টার জিয়াউল হক ও ক্যামেরাপারসন শরীফ খান, সিলেট জেলায় যমুনা টেলিভিশন সিলেট ব্যুরোর ভিডিও জার্নালিষ্ট নিরানন্দ পাল ও যুগান্তরের ফটো সাংবাদিক মামুন হাসান[৮৭] এবং রাঙামাটিতে সমকালের রাঙামাটি প্রতিনিধি সত্রং চাকমার[৮৮] ওপর আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হামলা করে তাঁদের আহত করে। এই সময়ে ঢাকায় বিএনপি'র কর্মসূচিতে পুলিশী হামলার সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলাদেশ জার্নালের কিরণ শেখকে পল্টন থানা পুলিশের

[৮৬] আইনমন্ত্রীকে নিয়ে অপপ্রচার; আ'লীগের সাবেক এমপির বিরুদ্ধে দলীয় নেতাদের ৫৭ ধারায় মামলা/ নয়া দিগন্ত, ৩ মে ২০১৮/ http://m.dailynayadiganta.com/detail/news/315007

[৮৭] উদ্বিগ্ন আইনজীবী ও সচেতন মহল; সিলেটে আদালত প্রাঙ্গণে লিয়াকত বাহিনীর তান্ডব/ যুগান্তর ২৬ জানুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/11104/

[৮৮] দুর্বৃত্তের হামলায় ছাত্রলীগ নেতা আহত; রাঙ্গামাটিতে পুলিশ ছাত্রলীগ সংঘর্ষে : আহত ৫০/ যুগান্তর, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/news/17023/

এএসআই ওবায়দুল হক পিটিয়ে গুরুতর আহত করে[৮৯] ও সময় বাংলা টিভির প্রতিবেদক আরমান কায়সার ও চিত্রগ্রাহক মোহাম্মদ মানিকের ওপর পুলিশ হামলা চালায়।[৯০]

বাংলা টিভির প্রতিবেদক আরমান কায়সার ও চিত্রগ্রাহক মো: মানিকের ওপর পুলিশি হামলার (ইনসেটে) প্রতিবাদে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করেন। ছবিঃ প্রথম আলো ২৫ এপ্রিল ২০১৮

৪১. এছাড়া পুলিশ বিভিন্ন রাজনৈতিক মামলায় সাংবাদিকদের জড়িয়ে দিচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। গাজীপুর জেলায় সংবাদ প্রকাশের জের ধরে নয়াদিগন্তের টঙ্গী প্রতিনিধি আজিজুল হককে বিএনপি'র ১৬৫ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে টঙ্গী থানায় বিশেষ ক্ষমতা ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে দায়ের করা মামলায় আসামী দেখানো হয়েছে।[৯১] ৮ ফেব্রুয়ারি সিলেটের রাজপথে স্বেচ্ছাসেবকদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বিএনপির মিছিলে হামলা করে এবং আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালায়।[৯২] এই ঘটনায় পুলিশ বাদি হয়ে যে মামলা করেছে সেখানে বিএনপি'র দুইশত নেতাকর্মীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে দায়িত্ব পালনরত দৈনিক শ্যামল সিলেটের ফটোসাংবাদিক

[৮৯] সাংবাদিকরাও রেহাই পাননি/ নয়াদিগন্ত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/296758
[৯০] প্রথম আলো ২৫ এপ্রিল ২০১৮
[৯১] ওসির অনুরোধ উপেক্ষা করে সংবাদ প্রকাশ করায় সাংবাদিকের নামে মামলা/ নয়াদিগন্ত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/292541
[৯২] সিলেটে দফায় দফায় সংর্ঘষ দুইজন গুলবিদ্ধসহ আহত ২০/ নয়াদিগন্ত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/292302

মুহিতকেও এই মামলায় আসামী করেছে পুলিশ। মুহিত এই দিন সংঘর্ষের সময় ছবি তোলে যা পরদিন দৈনিক শ্যামল সিলেটে প্রকাশিত হয়।[৯৩]

চ. শ্রমিকদের অধিকার

৪২. চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন। ফরমাল এবং ইনফরমাল দুই সেক্টরের শ্রমিকরাই বৈষম্যের শিকার তবে ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিকদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ।

৪৩. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে তৈরি পোশাক শিল্পের ২ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এছাড়াও ৭৩ জন শ্রমিক পুলিশের হাতে এবং ৪৭ জন গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষের হাতে আহত হয়েছেন যখন তাঁরা বকেয়া বেতনসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করছিলেন। এছাড়াও ২ জন শ্রমিক আগুনে দগ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন। এই সময়ে ৬০ জন ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিক নিহত ও ২২ জন আহত হয়েছেন।

আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্র (ফরমাল সেক্টর)

৪৪. তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করায় শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে এবং এর প্রতিবাদে শ্রমিকদের আয়োজিত কর্মসূচীতে মালিকপক্ষ, বিজিএমইএ'র কর্মচারি এবং শিল্প পুলিশ হামলা চালিয়েছে। এছাড়া এই সময় কারখানায় কর্মরত থাকাকালে পোশাক কারখানার দুই কর্মকর্তা কর্তৃক একজন নারী শ্রমিক ধর্ষণের শিকার হন।

> ● *গত ৩১ জানুয়ারি ঢাকার রামপুরায় অবস্থিত আশিয়ানা নামে একটি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতন ও শ্রমিকদের ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে কাওরানবাজারে বিজিএমইএ ভবন ঘেরাও কর্মসূচিতে যোগ দিতে গেলে বিজিএমইএ'র কর্মচারীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালায়।*[৯৪] ● *গত ১৫ মার্চ ঢাকা জেলার আশুলিয়ায় ইউনাইটেড ট্রাউজারস গার্মেন্টস নামে একটি পোশাক তৈরীর কারখানার শ্রমিকরা প্রতি মাসের বেতন ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধের জন্য কর্মবিরতি শেষে কারখানার গেটে অবস্থান নিতে গেলে*

[৯৩] সিলেটে পুলিশের মামলায় আসামি বিএনপির সিনিয়র নেতা, সাংবাদিকরাও/ মানবজমিন, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=104479&cat=10/

[৯৪] নয়াদিগন্ত, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/290067

মালিকপক্ষের নির্দেশে শিল্প পুলিশ শ্রমিকদের কারখানা থেকে বের করার জন্য তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করে।[৯৫]

● *গত ২৩ মে ঢাকা জেলার আশুলিয়ার কাঠগড়া এলাকায় একটি পোশাক কারখানায় রাতের শিফটে কাজ করার সময় রাত আনুমানিক তিনটায় এক নারী পোশাককর্মীকে ধর্ষণ করে ঐ কারখানার দুই কর্মকর্তা।*[৯৬] ● *ঢাকা জেলার আশুলিয়ায় ডুমিনেট নিট ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামে একটি পোশাক শিল্প কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধ না করে কারখানা বন্ধ করে দেয়। ১০ জুন এর প্রতিবাদে কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ ও অনশন কর্মসূচি পালন করে।*[৯৭]

অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্র (ইনফরমাল সেক্টর)

৪৫.নির্মাণ শ্রমিকরা বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার এবং তাঁদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। রাস্তাঘাট, ব্রিজ, বিল্ডিংসহ বিভিন্ন নির্মাণকাজে এঁদের ব্যাপক অবদান রয়েছে- অথচ তাঁদের নিরাপত্তা, মজুরী, সুযোগ- সুবিধা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যাপক বৈষম্যের শিকার। নারী নির্মাণ শ্রমিকদের অবস্থা আরো ভয়াবহ। মূলত তাঁরা দুইভাবে ভিকটিম, প্রথমত: নারী হওয়ার কারণে এবং দ্বিতীয়ত নির্মাণ শ্রমিক হওয়ার কারণে। প্রায়শ:ই দেখা যায় যে, তাঁদের পৃথক টয়লেট, গোসলের ব্যবস্থা এবং তাঁদের সন্তান রাখার কোন ব্যবস্থা নেই। এর পাশাপাশি গ্লাভস, মাস্ক ইত্যাদি কোন সুরক্ষার ব্যবস্থা না করেই তাঁদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা হয় এবং তাঁরা নিম্নতম মজুরীরও নিচে কাজ করতে বাধ্য হন।

অভিবাসী নারী শ্রমিকদের অবস্থা

৪৬.সম্প্রতি সৌদি আরবে নিয়োগকর্তা কর্তৃক যৌন নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের নিপীড়নের শিকার হয়ে কয়েক শ' নারী শ্রমিক পালিয়ে প্রথমে সৌদী আরবে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের সেল্টার হোমে অবস্থান নেন। এরপর সরকারি টিকিটে তাঁরা দেশে ফিরে আসেন। কয়েক দফায় নারী শ্রমিকরা দেশে ফিরে তাঁদের ওপর চালানো অত্যাচারের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেন। তাঁরা তাঁদের ওপর যৌন নির্যাতনসহ নানা ধরনের নিপীড়ন, বেতন না দেয়া এবং পর্যাপ্ত খাদ্য না দেয়ার অভিযোগ করেন। বেতন না পাওয়ায় খালি হাতে তাঁরা দেশে ফিরেছেন বলেও জানান। দেশে ফিরে আসা নারী শ্রমিকরা নারী কর্মী না পাঠাতেও সরকারের কাছে অনুরোধ করেন। মধ্যপ্রাচ্যে নারী শ্রমিকদের ওপর যৌন নির্যাতনসহ নানা ধরনের নিপীড়ন বহুবছর যাবৎ চলে আসছে। এর আগেও বহু নারী শ্রমিক দেশে ফিরে তাঁদের ওপর অত্যাচারের কথা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সরকার এই

[৯৫] শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষ আশুলিয়ায় আহত ২০/ নয়াদিগন্ত ১৭ মার্চ ২০১৮/ http://dailynayadiganta.com/detail/news/302376 ,নিউএজ ১৭ মার্চ ২০১৮

[৯৬] সাভারে কারখানায় সহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগ/ প্রথম আলো ২৯ মে ২০১৮

[৯৭] আশুলিয়ায় বেতন-বোনাস না দিয়ে কারখানা বন্ধ ঘোষণা/ নয়াদিগন্ত ১১ জুন ২০১৮/ www.dailynayadiganta.com/more-news/324670/

ব্যাপারে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে প্রতি বছরই নারী শ্রমিকরা নানা ধরনের অত্যাচারের শিকার হয়ে খালি হাতে দেশে ফিরছেন।[৯৮]

৪৭. বাংলাদেশ থেকে মালয়োশিয়ায় অভিবাসী কর্মীদের পাঠানোর চলতি পদ্ধতি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে মালয়েশিয়া সরকার। বাংলাদেশের কর্মীদের মানব পাচারের মাধ্যমে সেদেশে পাঠানো হচ্ছে এই কারণ দেখিয়ে এই স্থগিতাদেশ দেয়া হয়। বর্তমানে এই ঘটনার তদন্ত চলছে। ২০১৬ সালে মালয়েশিয়া যেতে নতুন পদ্ধতি নেয়া হয়েছিল। তাতে বাংলাদেশের ১০টি এজেন্সিকে মালয়োশিয়া সরকার অভিবাসী শ্রমিক পাঠাবার ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে দেয়। গত ২২ জুন মালয়োশিয়া ভিত্তিক সংবাদপত্র দ্য স্টার এ সংক্রান্ত এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তাতে বলা হয় বাংলাদেশী এক ব্যবসায়ীর নেতৃত্বে মানব পাচারের একটি সংঘবদ্ধ চক্র গত দুই বছরে প্রায় এক লাখের বেশি বাংলাদেশী কর্মীকে মালয়োশিয়ায় পাঠিয়েছে। এসব বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের কাছ থেকে ওই চক্রটি প্রায় ৪ হাজার ২১৮ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এই চক্রটির সঙ্গে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও রাজনৈতিক মহলে যোগাযোগ আছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।[৯৯]

ছ. প্রতিবেশী দেশঃ ভারত এবং মিয়ানমার

বাংলাদেশের ওপর ভারতের আগ্রাসন

৪৮. বাংলাদেশের ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের অভিপ্রায়ে ভারত সরকার ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র মতো অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত নির্বাচনকে ব্যাপকভাবে সমর্থন দেয়ার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[১০০] জনগণের ভোটবিহীন নির্বাচন ও এর ভিত্তিতে সরকার গঠন বাংলাদেশে ব্যাপক রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করেছে এবং সেই সুযোগে ভারত সরকার বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের ওপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য[১০১] বিস্তার করে

---

[৯৮] সাক্ষাৎকার ছাড়া নারী কর্মীদের বিদেশ যাওয়ার ক্লিয়ারেন্স নয়/ নয়াদিগন্ত ১১ জুন ২০১৮/ www.dailynayadiganta.com/first-page/324510 / এবং Overseas jobs shrinking, Abused female workers returning home empty-handed / নিউএজ ১০ জুন ২০১৮/ http://www.newagebd.net/article/43316/overseas-jobs-shrinking

[৯৯] এলয়েশিয়ায় লোক পাঠানোর নতুন পদ্ধতি বাতিল/ প্রথম আলো ২৩ জুন ২০১৮

[১০০] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা এখন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী এবং একই সঙ্গে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলে থেকে অদ্ভুত একটি অকার্যকর সংসদীয় ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে। www.dw.com/bn/নির্বাচন-না-হলে-মৌলবাদের-উত্থান-হবে/a-17271479

[১০১] ভারত সরকার বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের ওপর আধিপত্য বিস্তারের অংশ হিসেবে প্রায় বিনা খরচে (পণ্য পরিবহনে প্রতি টনে ১৯২ টাকা ২২ পয়সা হারে মাশুল ধার্য করা হয়েছে) ৬ জুন ২০১৫ তে স্বাক্ষরিত সংশোধিত প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিটি) চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধাসহ আরো অন্যান্য বাণিজ্যিক সুবিধা নিচ্ছে। বাংলাদেশ ভারত থেকে অধিক মূল্য দিয়ে প্রায় দুই লাখ কোটি টাকার ও বেশী মূল্যের বিদ্যুৎ কেনার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। এদিকে বাংলাদেশের সব মহলের প্রতিবাদের পরও ভারত রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণ বৈচিত্র্য ধ্বংস হবে।এছাড়াও ভারত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের

লাভবান হচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের ন্যায্য দাবী তিস্তার পানি বাংলাদেশ এখনও ভারত সরকারের কাছ থেকে আদায় করতে পারেনি। ২০১৮ সাল বাংলাদেশের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর কারণ এই বছরের ডিসেম্বরে একাদশতম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা। বাংলাদেশের জনগণ একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় যে, এই নির্বাচনকে সামনে রেখে ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের বিভিন্ন তৎপরতা ও বিশ্লেষণ ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র মতো অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত নির্বাচনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ২৫ মে ২০১৮ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের পশ্চিবঙ্গের শান্তিনিকেতনে 'বাংলাদেশ ভবন' উদ্বোধনের পর সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে নরেন্দ্র মোদীর প্রতি শেখ হাসিনার বার্তা - আওয়ামী লীগ ক্ষমতা হারালে পশ্চিমে আর পূবে-দু'দিকেই পাকিস্তান নিয়ে ঘর করতে হবে ভারতকে। তাই ভারতের উচিত বাংলাদেশের বর্তমান সরকার যাতে ক্ষমতায় ফেরে, সেই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।[১০২] এদিকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল মিন্টু এবং বিএনপি'র আন্তর্জাতিক সম্পাদক হুমায়ন কবির ভারতের রাজধানী দিল্লিতে গিয়ে বৈঠক করেছেন ভারতের নীতি-নির্ধরক ও থিঙ্কট্যাঙ্ক ফেলোদের সঙ্গে। তাঁরা বাংলাদেশে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ভারতের সমর্থন কামনা করেছেন।[১০৩] ১৯৭১ সালে বহু সংগ্রাম ও শহীদদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। এদেশের মানুষের আকাঙ্খা ছিল একটি ন্যায়ভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে ব্যর্থতার কারণে বাংলাদেশে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক রাজনৈতিক ধারা এখনও গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ফলে জনগণের ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার বিষয়টি এখন রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে বিশেষ করে দেশের দুটি বৃহৎ রাজনৈতিকদলের কাছে গৌণ হয়ে পড়েছে। ফলে তারা দেশের জনগণের ম্যান্ডেটের ওপর নির্ভর না করে ভারতের সমর্থনের ওপর নির্ভর করছে যা দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করেছে। এর অবশ্য একটি বড় কারণ ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র মতো অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত নির্বাচন অনুষ্ঠানে ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপ এবং যার ফলশ্রুতিতে

সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং সীমান্তের শূন্য রেখা থেকে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া ভারত অস্ত্র উৎপাদনকারী দেশ না হলেও বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতার জন্য মোট চারটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।

[১০২] দিল্লির পাশে থেকেছে ঢাকা, মোদীর কাছে 'প্রতিদান' চান হাসিনা/ আনন্দবাজার ২৬ মে ২০১৮/ https://www.anandabazar.com/national/sheikh-hasina-said-various-pending-issues-between-india-and-bangladesh-1.805857

[১০৩] বিএনপির তিন নেতা ভারতে মির্জা ফখরুল লন্ডনে/ ইত্তেফাক ১০ জুন ২০১৮/ http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/2018/06/10/282767.html

জনগণের ভোট ছাড়াই আওয়ামী লীগ দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় এসেছে। ২০১৪ এর নির্বাচনের পর থেকে ক্ষমতায় যাওয়ার মূল চালিকাশক্তি যেন এই দেশের জনগণ নয়, ভারতের দয়ার ওপর নির্ভরশীল- এরকম একটি বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে বাংলাদেশের জনগণের অতীত সংগ্রামের ইতিহাস অনেক সমৃদ্ধ, তাই *অধিকার* বিশ্বাস করে এই ধরনের আগ্রাসন ও আধিপত্য এদেশের জনগণ বেশী দিন সহ্য করবে না এবং ভবিষ্যতে জনগণ এই ধরনের আগ্রাসন ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং তার নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায় করে নিবে।

৪৯. ভারতের আধিপত্য বিস্তারের নানা তৎপরতার পাশাপশি গত ছয়মাসেও তাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র সদস্যদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ, হত্যা ও নির্যাতন অব্যাহত ছিল। ***অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র নির্যাতনে ৩ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ১ জন গুলিতে ও ২ জন নির্যাতনে নিহত হয়েছেন। এই সময়ে ১২ জন বাংলাদেশী বিএসএফ'র হাতে আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ৬ জন গুলিতে, ৪ জন নির্যাতনে ও ২ জন ক্রুড বোমা নিক্ষেপে আহত হয়েছেন। এছাড়াও ৯ জন বাংলাদেশিকে বিএসএফ ধরে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।**

৫০. ***অধিকার* এর পরিসংখ্যান অনুয়ায়ী, ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয়মাসের সময়কালে গত ২৮ জানুয়ারি লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সীমান্তে মনজুরুল আলম,[১০৪] ১১ জানুয়ারি কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী সীমান্তে কদম আলী,[১০৫] এবং ৪ ফেব্রুয়ারি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জে শরীফুল ইসলাম[১০৬] বিএসএফ'র হাতে নিহত হয়েছেন।**[১০৭] উল্লেখ্য যে, আজ পর্যন্ত বিএসএফ কর্তৃক হত্যার একটিরও বিচার হয়নি।[১০৮] বিএসএফের আক্রমণ থেকে শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না। গত ৩০ এপ্রিল কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ির কৃষ্ণানন্দ বকসি সীমান্তে বংলাদেশের নোম্যান্স ল্যান্ডে বারোমাসিয়া নদীর তীরে স্কুলছাত্র মোহাম্মদ রাসেল মিয়া (১৪)

[১০৪] B'deshi beaten dead by BSF / ২৯ জানুয়ারি নিউএজ ২০১৮/ http://www.newagebd.net/article/33594/bdeshi-beaten-dead-by-bsf

[১০৫] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুড়িগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেন

[১০৬] BD national tortured to death by BSF/ নিউএজ ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.newagebd.net/article/34131/bd-national-tortured-to-death-by-bsf

[১০৭] অধিকারএর জানুয়ারি http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/02/human-rights-monitoring-report-January-2018_Ban.pdf এবং ফেব্রুয়ারি http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/03/human-rights-monitoring-report-February-2018_Ban.pdf মানবাধিকার প্রতিবেদন

[১০৮] অধিকার বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭ http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/01/Annual-HR-Report-2017_English.pdf

ঘাস কাটতে গেলে ভারতীয় ৩৮ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের নারায়ণগঞ্জ ক্যাম্পের সদস্যদের ছোঁড়া রাবার বুলেটের আঘাতে তার ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে।[১০৯]

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা

৫১. ২০১৭ সালের ২৫ অগাস্টের পর থেকে রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার মিলিটারি এবং চরমপন্থী বৌদ্ধদের পরিচালিত 'ক্লিয়ারেন্স' অপারেশনে গণহত্যা সংঘটিত হওয়ার সময় ৭০০,০০০ জনেরও বেশী[১১০] রোহিঙ্গা বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছেন।

৫২. *অধিকার* এবং অন্যান্য দেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো গত কয়েক মাস ধরে বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশের অন্যতম বৃষ্টিপ্রধান এই এলাকায় অবস্থিত রোহিঙ্গা আশ্রয় ক্যাম্পগুলোতে বন্যা ও ভূমিধ্বসসহ অন্যান্য আসন্ন বিপদের ব্যাপারে সতর্ক করে আসছিল। জুনের প্রথম পক্ষ যেতে না যেতেই সেখানে সেই আশংকাই সত্যি হয়েছে। ১১ জুন সকালে উখিয়ার কুতুপালং ক্যাম্পের ডি-৮ নম্বর পাহাড়ের আশ্রয় ক্যাম্পগুলোতে কয়েক দিনের টানা বৃষ্টিতে ভূমিধ্বসে এক শিশু নিহত এবং আরো অন্তত পাঁচ শতাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থী আহত হয়েছেন।[১১১] কুতুপালং ক্যাম্পে থাকা রোহিঙ্গা শরণার্থীরা জানান, ভারী বর্ষণের কারণে পাহাড় ধ্বসের কবলে পড়েছেন অন্তত ২৫০০ শরণার্থী। এঁদের পাশাপাশি আরো প্রায় ১১০০০ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। রাস্তার ওপর কাদা জমে সড়ক যোগাযোগও প্রায় বিচ্ছিন্ন। বন্যা ও জলাবদ্ধতার কারণে আশ্রয়শিবিরের ভেতরে ঢোকাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫৩. গত ১০ জুন ২০১৮ *অধিকার* ও হংকং ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা এশিয়ান লিগ্যাল রিসোর্স সেন্টার যৌথভাবে একটি ডকুমেন্ট আইসিসির প্রসিকিউটরদের কাছে পাঠিয়েছে। ডকুমেন্টটিতে রয়েছে, বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা, গণধর্ষণ, গুম ও নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরণের অপরাধের শিকার ১৫০ জন ভিকটিম ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিবৃতি সহকারে কিছু ভিডিওচিত্র। উল্লেখ্য, আইসিসি মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গাদের জোরপূর্বক দেশান্তরিত করার অভিযোগ তদন্তে জোর দিচ্ছে। *অধিকার*, এলএলআরসি এবং ফিনল্যান্ড ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন কিওস এর যৌথ উদ্যোগে রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যার ওপর একটি ***ডকুমেন্টরিও*** তৈরি করা হয়েছে।

---

[১০৯] বিএসএফের বুলেটে আহত রাসেল ডান চোখের দৃষ্টি হারাতে চলেছে/ নয়াদিগন্ত ৯ মে ২০১৮/ http://dailynayadiganta.com/detail/news/316878

[১১০] Myanmar not meeting 'minimal standards'/ দি ডেইলী স্টার ১৯ জুন ২০১৮/ www.thedailystar.net/frontpage/myanmar-not-meeting-minimal-standards-1592065

[১১১] ভারী বর্ষণে রোহিঙ্গা শিবিরে ভূমিধস, শিশু নিহতসহ আহত ৫ শতাধিক/ ইত্তেফাক ১২ জুন ২০১৮/ www.ittefaq.com.bd/national/2018/06/12/160240.html

৫৪.এদিকে বাংলাদেশের কাছে রোহিঙ্গা বিষয়ে গত ১১ জুন পর্যবেক্ষণ চাওয়ার পর এবার ২৭ জুলাইয়ের মধ্যে মিয়ানমারের এই বিষয়ে কোনো মত থাকলে তা প্রকাশ্যে বা গোপনে জমা দেয়ার জন্য বলেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত।[১১২] মানবাধিকার আইনজীবী ওয়েন জর্দান কিউসি বলেন যে, মিয়ানমারের কাছে তাদের মতামত চেয়ে ডকুমেন্ট জমা দেয়ার জন্য আইসিসি'র অনুরোধের মানে হচ্ছে, ঘটনাটি তদন্তের জন্য দেশটির ওপর আইসিসি থেকে চাপ প্রয়োগের সংকেত।[১১৩]

৫৫.জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার জেইদ রা'দ আল হুসেইন বলেছেন, যদিও মিয়ানমার বলেছে যে তারা রোহিঙ্গা বিষয়ে অভিযোগগুলো তদন্ত করবে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা এর কোন বিশ্বস্ততা বা নিরপেক্ষতার ন্যূনতম মান পূরণ করেনি।[১১৪]

৫৬.রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নৃশংসতার অভিযোগে মিয়ানমারের সাত জ্যেষ্ঠ সামরিক ও পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। গত বছরের দ্বিতীয়ার্ধে মিয়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নৃশংসতা ও চরম মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকা কিংবা সহযোগিতার অপরাধে গত ২৫ জুন, ইইউ'র পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা এই নিষেধাজ্ঞা জারির বিষয়ে একমত হন। ইইউ-এর এই ঘোষণার পরপরই কানাডাও একই সাত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।[১১৫]

৫৭.এদিকে গত ২৮ জুন, মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশ, (বিজিপি) বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার তামব্রু সীমান্তবর্তী 'নো-ম্যানস ল্যান্ড' এলাকায় গুলি ছুঁড়লে আনসার উল্লাহ (১১) নামে এক রোহিঙ্গা শিশু আহত হয়েছে। তাকে কক্সবাজারের কুতুবপালং-এর এমএসএফ হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।[১১৬]

৫৮.অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তাদের নতুন একটি প্রতিবেদনে বলেছে যে, তাদের কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে যে, রোহিঙ্গাদের হত্যা, ধর্ষণ ও নির্বাসনের দায় ডিফেন্স সার্ভিসেসের কমান্ডার ইন চিফ সিনিয়র জেনারেল মিন অং হোলিং, তাঁর ডেপুটি ভাইস সিনিয়র জেনারেল সো উইন ও অন্যান্য ১১ জন সামরিক কর্মকর্তাসহ সামরিক

---

[১১২] রোহিঙ্গা নির্যাতনের তদন্ড়, মিয়ানমারের কাছে ২৭ জুলাইয়ের মধ্যে পর্যবেক্ষণ চায় আইসিসি/ প্রথম আলো ২১ জুন ২০১৮/ http://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1515121

[১১৩] Gang raped and set on fire: ICC pushes to investigate Myanmar Rohingya atrocities/ দি গার্ডিয়ান ২৩ জুন ২০১৮ / www.theguardian.com/world/2018/jun/23/myanmar-icc-pushes-to-investigate-rohingya-atrocities-rape-fire

[১১৪] Myanmar not meeting 'minimal standards'/ দি ডেইলী স্টার ১৯ জুন ২০১৮/ www.thedailystar.net/frontpage/myanmar-not-meeting-minimal-standards-1592065

[১১৫] EU cuts migration deal after marathon talks, differences remain / রয়ার্টাস ২৮ জুন ২০১৮/ https://www.reuters.com/article/us-eu-summit/eu-struggles-to-bridge-migration-rift-at-tense-summit-idUSKBN1JN3AP

[১১৬] Rohingya kid shot in no-man's land / দি ডেইলী স্টার ২৯ জুন ২০১৮/ https://www.thedailystar.net/backpage/rohingya-kid-shot-no-mans-land-1597048

বাহিনীর সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অতএব, রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য তাদের বিচার করা উচিত। প্রতিবেদনটি আরো বলেছে,"অবিলম্বে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের উচিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)-এর কাছে মিয়ানমারের পরিস্থিতি তুলে ধরা, যাতে প্রসিকিউটরের কার্যালয় রোম সংবিধির অধীনে এই অপরাধের তদন্ত করতে পারে।"[১১৭]

৫৯. গত ৬ জুন জাতিসংঘ ও মিয়ানমার সরকারের মধ্যে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকের বিস্তারিত এখনও গোপন রাখা হয়েছে। মিডিয়া, এনজিও, দাতা সংস্থা এবং এমনকি জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থাগুলোও এই বিষয়ে অন্ধকারে রয়েছে। বিষয় হচ্ছে, সমঝোতা স্মারকটি রোহিঙ্গা সম্পর্কিত কিন্তু এটি তৈরি কিংবা স্বাক্ষরের সময় রোহিঙ্গাদের কাউকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, এমনকি এটি তাঁদের দেখতেও অনুমতি দেয়া হয়নি।

৬০. জাতিসংঘ কিংবা মিয়ানমার সরকার এই চুক্তির বিস্তারিত প্রকাশ না করলেও তা ইতোমধ্যেই অনলাইনে ফাঁস হয়েছে। গত ২৯ জুন, বার্তাসংস্থা রয়টার্স এই সমঝোতা স্মারকের ফাঁস হওয়া একটি প্রতিলিপি পর্যালোচনা করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ফাঁস হওয়া সমঝোতা স্মারকটিতে দেখা যায়,

- স্বাক্ষরিত চুক্তিটিতে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের 'রোহিঙ্গা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি।
- নাগরিকত্বের প্রশ্নের মীমাংসা কী হবে তাও স্পষ্ট নয়। ১৯৮২ সালে প্রণীত মিয়ানমারের নাগরিকত্ব আইন আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যতার বিষয়ে প্রশ্নবিদ্ধ থাকা সত্তেও এই আইনের পর্যালোচনার বিষয়ে কোন কথা বলা হয়নি।
- এই চুক্তিটিতে রোহিঙ্গাদের সারাদেশে স্বাধীনভাবে চলাচলের কোনো প্রকাশ্য নিশ্চয়তা নেই এবং রোহিঙ্গাদের স্বাধীনভাবে চলাচল বাধাগ্রস্ত করার জন্য যে আইন এবং নিয়মকানুন রয়েছে সেগুলো সংশোধনের ব্যাপারের কিছু বলা হয়নি।
- চুক্তিটিতে রোহিঙ্গাদের ওপর ঘটে যাওয়া ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন কিংবা গণহত্যার বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি।

[১১৭] https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1686302018ENGLISH.PDF

৬১. মিয়ানমারে মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের গবেষক লরা হাই বলেন, বর্তমানে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়টি এমন যে, রোহিঙ্গাদের রাখাইনকে ফেরত পাঠানোর অর্থ হচ্ছে তাঁদের একটি বর্ণবিদ্বেষী রাষ্ট্রে ফেরত পাঠানো, যেখানে তাঁরা অবাধে চলাফেরা করতে পারবেন না। এমনকি তাঁদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও কর্মস্থলে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে না। তিনি বলেন, এই নথিতে এমন কিছু নেই যা এইসব বিষয়গুলো পরিবর্তনের নিশ্চয়তা দেয়।[১১৮]

৬২. *অধিকার* এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। অধিকার মনে করে, এই ধরণের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের অন্ধকারে রেখে , তাদের আত্মপরিচয় অস্বীকার করে এবং রোহিঙ্গাদের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান না করে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো কখনোই সেচ্ছায় ও মর্যাদাপূর্ণভাবে হবে না বরং রোহিঙ্গাদের জীবনকে আরো কঠিন করে তুলবে। ফাঁস হওয়া সমঝোতা স্মারকের বিষয়বস্তু স্পষ্টতই আপসমূলক, রোহিঙ্গাদের প্রতি বৈষম্যমূলক এবং যা মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে গণহত্যার অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি দিবে।

জ.নারীর প্রতি সহিংসতা

৬৩. জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসেও নারীরা ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌতুক সহিংসতা এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। শিশু ধর্ষণের সংখ্যাও বর্তমানে মারাত্মকভাবে বেড়েছে। **গত ৬ মাসে ১০১ জন নারী ও ২৬১ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। নারী ও শিশুদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানো হলেও এই সমস্ত ঘটনার বিচার এবং অপরাধীদের সাজা হওয়ার সংখ্যা হতাশাজনক।**[১১৯] এমনকি ‘রাজনৈতিক বিবেচনায়’ নারীর প্রতি সহিংসতার মামলাগুলোতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপক্ষ মামলা না চালানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[১২০]

৬৪. ***অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে মোট ১০২ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৫ জন আত্মহত্যা, ২১ জন আহত, ১৮ জন লাঞ্ছিত, ৪ জন অপহৃত ও ৫৪ জন বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন।**

---

[১১৮] https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya/secret-u-n-myanmar-deal-on-rohingya-offers-no-guarantees-on-citizenship-idUSKBN1JP2PF

[১১৯] নারীর প্রতি সহিংসতার বিচার পরিস্থিতি নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণের জন্য চেষ্টা, যৌতুকের জন্য হত্যা, আত্মহত্যার প্ররোচনা আর যৌন নিপীড়নের মতো গুরুতর অপরাধে ঢাকা জেলার পাঁচটি ট্রাইব্যুনালে ২০০২ সাল থেকে ২০১৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দায়ের হওয়া ৭ হাজার ৮৬৪টি মামলার প্রাথমিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। যার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৪ হাজার ২৭৭টি মামলা, সাজা হয়েছে ১১০ টি মামলায়। অর্থাৎ বিচার হয়েছিল ৩ শতাংশের কম ক্ষেত্রে। বাকি ৯৭ শতাংশ মামলার আসামী হয় বিচার শুরু হওয়ার আগে অব্যাহতি পেয়েছে, নয়তো পরে খালাস পেয়েছে।

[১২০] নারী ও শিশুরা বিচার পায় না/ প্রথম আলো ৮ মার্চ ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1445731/

● গত ২ জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার বালিয়াকান্দির খামার মাগুরা গ্রামে প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় আলাউদ্দিন সরদার নামে এক ব্যক্তি ধারলো অস্ত্র দিয়ে নবম এবং দশম শ্রেণীর দুইজন ছাত্রীকে এলোপাথারি কুপিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করে।[১২১] *● ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার রানাপাশা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান সালাম (৫০) এক এসএসসি পরীক্ষার্থীকে (১৫) বিয়ে করতে ব্যর্থ হয়ে গত ৫ ফেব্রুয়ারি ঐ মেয়েটির বাড়িতে হামলা করে মেয়েটির দাদীকে মারধর করে এবং মেয়েটিকে হত্যার হুমকি দেয়।*[১২২] *● গত ২ এপ্রিল গাজীপুর জেলার শ্রীপুরে প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় লিমা আক্তার (১৪) নামে এক মাদ্রাসা ছাত্রীর ওপর কয়েক দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে তঁকে কুপিয়ে জখম করে।*[১২৩] *● গত ৪ মে নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলার নাজিরপুর এলাকায় অনৈতিক প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় এক নারীকে প্রকাশ্যে রাস্তায় বিবস্ত্র করে পিটিয়ে তাঁর হাত ভেঙ্গে দিয়েছে নাজিরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভপাতি আইয়ুব আলীর ভাই আওয়ামী লীগ কর্মী জাহাঙ্গীর আলম।*[১২৪]

৬৫. ***অধিকার*** **এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে মোট ৩৬৩ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১০১ জন নারী, ২৬১ জন মেয়ে শিশু ও ১ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ১০১ জন নারীর মধ্যে ৪৯ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ও ৮ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ২৬১ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৪৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২০ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়ে ৪৫ জন নারী ও মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।**

৬৬. ***অধিকার*** **এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে মোট ৮১ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ৩২ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ৪৮ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন ও ১ জন আত্মহত্যা করেছেন।**

এই ছয়মাসে যৌতুক না পেয়ে কুমিল্লায় গৃহবধু আসমা বেগম,[১২৫] জামালপুর জেলায় গৃহবধু রীনা বেগম,[১২৬] কিশোরগঞ্জ জেলায় গৃহবধু মুক্তা আক্তার,[১২৭] মৌলভীবাজার জেলায় গৃহবধু আনোয়ারা বেগম,[১২৮]

[১২১] বাংলাদেশ প্রতিদিন ৪ জানুয়ারি ২০১৮/ http://www.bd-pratidin.com/last-page/2018/01/04/294574
[১২২] The 50-yr-old stalker is none but UP chairman/ ডেইলি স্টার, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.thedailystar.net/country/the-50-yr-old-stalker-none-chairman-1535446
[১২৩] মাদ্রাসাছাত্রীকে কুপিয়েছে বখাটেরা/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ৩ এপ্রিল ২০১৮/ http://www.bd-pratidin.com/country-village/2018/04/03/319479
[১২৪] গুরুদাসপুরে এক নারীকে বিবস্ত্র করে পিটিয়ে হাত ভেঙে দেয়ার অভিযোগ আ'লীগ কর্মীর বিরুদ্ধে/ নয়াদিগন্ত ৭ মে ২০১৮/ http://m.dailynayadiganta.com/detail/news/316255
[১২৫] বুড়িচংয়ে যৌতুকের দাবিতে গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ/ যুগান্তর ১১ জানুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/5507/
[১২৬] দেওয়ানগঞ্জে স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন/ মানবজমিন, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=104643&cat=9/

লালমনিরহাট জেলায় গৃহবধু শরিফা রহমান,[১২৯] এবং নিলফামারী জেলায় গৃহবধু রাশেদা[১৩০]সহ ৮১জনকে তাঁদের স্বামী ও শ্বশুড়বাড়ির লোকজন হত্যা করেছে।

৬৭. ***অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ১২ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৭ জন মহিলা, ২ জন পুরুষ ও ৩ জন মেয়ে শিশু।**

ঝ.'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭' বাল্য বিবাহের সম্ভবনাকে বাড়িয়ে তুলেছে

৬৮.বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার অত্যন্ত উদ্বেগজনক।[১৩১] ২০১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের বিয়ের বিশেষ বিধান রেখে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল-২০১৭' পাস হয়। বাংলাদেশের মত ভয়াবহ বাল্যবিবাহ প্রবণ দেশে যেখানে ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ এবং ছেলেদের বয়স ২১ থাকা সত্ত্বেও বাল্যবিবাহ রোধ করা যায়নি; সেখানে এই নতুন আইনটিতে ২০১৭ সালে সংযোজিত ১৯ ধারাটির সুযোগে বাল্য বিবাহের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বাল্যবিবাহের শিকার মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার হওয়া ছাড়াও তাঁরা বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। বাল্যবিবাহের শিকার শিশুরা অনেক সময় আত্মহননের পথও বেছে নিচ্ছেন। চুয়াডাঙ্গায় জোর করে বিয়ে দেয়ায় সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী ১৩ বছরের এক মেয়ে শিশু বিয়ের এক সপ্তাহ পর গত ৭ জুন আত্মহত্যা করে। [১৩২]

ঞ.মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

৬৯.সরকার *অধিকার* এর ওপর হয়রানি অব্যাহত রেখেছে। মানবাধিকার কর্মী যাঁরা বর্তমানের এই নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিতেও সাহসের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা বিভিন্নভাবে হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছেন।[১৩৩] নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও *অধিকার* প্রতি মাসে মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। ২০১৩

---

[১২৭] কিশোরগঞ্জে কেরোসিন ঢেলে নববধূকে পুড়িয়ে হত্যা : স্বামী আটক/ যুগান্তর ১৫ মার্চ ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/news/27741/

[১২৮] রাজনগরে যৌতুকের বলি স্ত্রী, আটক স্বামী/ মানবজমিন ২৪ এপ্রিল ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=114550&cat=9/

[১২৯] Wife's tendon severed for dowry / নিউ এজ, ১৫ মে ২০১৮/ http://www.newagebd.net/article/41234/wifes-tendon-severed-for-dowry

[১৩০] ডিমলায় পৃথক ঘটনায় গৃহবধূ ও শ্রমিক খুন/ মানবজমিন ২০ জুন ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=122081&cat=9/

[১৩১] বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ বেড়েছে/ প্রথম আলো ৭ মার্চ ২০১৮/ http://en.prothomalo.com/bangladesh/news/172370/Child-marriage-increases-in-Bangladesh-UNICEF

[১৩২] জোর করে বাল্যবিবাহ দেওয়ায় আত্মহত্যা/ প্রথম আলো ৯ জুন ২০১৮

[১৩৩] তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে ২০১৬ সালে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোলার মানবাধিকার কর্মী আফজাল হোসেন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন[১৩৩] এবং ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী আবদুল হাকিম শিমুল

সালের ১০ অগাস্ট রাতে ৫ মে শাপলা চত্বরে হেফাজত ইসলামের সমাবেশে হামলা চালিয়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটানোর প্রতিবেদন প্রকাশ করায় গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের সদস্যদের পরিচয়ে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে আদিলুর রহমান খান এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে আদিলুর এবং এলানকে কারাগারে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন বন্দী করে রাখা হয়, যাঁরা এখন জামিনে আছেন। প্রতিনিয়তই *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে এবং মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। গত ৬ জুন সকালে গুলশান জোনের পুলিশের বিশেষ শাখার এসআই আব্দুর রহমান *অধিকার* অফিস প্রাঙ্গনে আসেন এবং *অধিকার* এর কার্যক্রম সর্ম্পকে খোঁজখবর নেন। এই সময় এসআই আব্দুর রহমান *অধিকার* এর পরিচালকের মোবাইল নম্বর নিয়ে যান এসবি'র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এটিএম মোশারফ হোসেনকে দেয়ার জন্য। এরপর গত ২৫ জুন গুলশান জোনের পুলিশের বিশেষ শাখার এসআই জামিল কবির ও এসআই মাসুম *অধিকার* অফিসে আসেন এবং *অধিকার* এর প্রেসিডেন্ট ড. সি আর আবরার সর্ম্পকে জানতে চান।

৭০. এছাড়া মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য চার বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অনুমোদন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। ২০১৩ সালে *অধিকার* এর ওপর সরকারি নিপীড়ন শুরু হলে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকও *অধিকারকে* বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে থাকে। বর্তমানে *অধিকার* এর সমস্ত একাউন্ট স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক স্থগিত করে রেখেছে। এইভাবে বর্তমান সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠ *অধিকারকে* হেনস্থা করেই চলেছে এবং এর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে।

ক্ষমতাসীনদলের নেতা শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমুল হক মিরু'র গুলিতে নিহত হন। কুষ্টিয়া ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনজন মানবাধিকার কর্মী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে বন্দি ছিলেন।

সুপারিশ

১. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকারের আজ্ঞাবহ ব্যক্তিদের কমিশন থেকে বাদ দিয়ে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে । ২০১৮ এর জাতীয় নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু, অবাধ এবং জনগনের অংশ গ্রহন মূলক হয় সেই লক্ষে জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক মহলকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

২. সরকারকে মাদক বিরোধী অভিযানের নামেসহ যে কোন অজুহাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৩. সরকারকে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

৪. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে।

৫. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়রানি ও গ্রেফতার অভিযান বন্ধ করতে হবে এবং অজ্ঞাতনামা আসামীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা যা হয়রানীমূলক, তা তুলে নিতে হবে। কোটা সংস্কার নিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনের দমন-পীড়ন বন্ধ করতে হবে।

৬. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. বিচারবিভাগের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণের কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত হতে হবে।

৮. সরকারকে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials মেনে চলতে হবে।

৯. জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ'র ওয়ার্কিং গ্রুপের ৩০তম সেশনে ৩য় দফায় বাংলাদেশের ইউপিআর পর্যালোচনায় সদস্যরাষ্ট্রগুলোর সকল সুপারিশ অবিলম্বে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

১০. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

১১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। সরকারকে প্রস্তাবিত ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্টকে আইনের রূপ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

১২. তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। নারী শ্রমিকদের প্রতি যৌন হয়রানী বন্ধের লক্ষ্যে কারখানাগুলোয় যৌন হয়রানী প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে হবে। নির্মাণ শিল্পসহ অন্যান্য ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিকদের বৈষম্য রোধসহ তাদের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদের কাজের সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

১৩. অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা দিতে হবে এবং মানব পাচারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনতে হবে। আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে অবশ্যই সহযোগিতামূলক শ্রমিকবান্ধব বিভাগ খুলতে হবে যাতে তাঁরা সুরক্ষা ও বিচার পান।

১৪. নারী ও শিশুদের প্রতি সংহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। সরকার দলীয় দুর্বৃত্তরা যারা নারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তাদের দায়মুক্তি দেয়া চলবে না এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নারীর ওপর সহিংসতা বন্ধে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৫. ভারতকে অবশ্যই বাংলাদেশের জনগনের ভোটের অধিকার নস্যাৎ করার জঘন্য প্রক্রিয়া থেকে সরে আসতে হবে এবং সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক হত্যা নির্যাতনসহ সব ধরণের

মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে এবং ভিক্টিমদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বাংলাদেশে প্রাণ-পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করা এবং অসম বাণিজ্যে ভারসাম্য আনতে হবে।

১৬. *অধিকার* রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জীবন ও অধিকার রক্ষার্থে অবিলম্বে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানাচ্ছে। এছাড়া জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। *অধিকার* আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার সরকারের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে এবং সেই সঙ্গে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত মিয়ামার সেনাবাহিনী, চরমপন্থী বৌদ্ধসহ অন্যান্য দায়ীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছে।

১৭. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার এর* মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় করতে হবে।